নর-নারী

ধর্ম্মমূলক পঞ্চাঙ্ক নাটক

শ্রীমতী রমাদেবী প্রণীত

সন ১৩৪২ ইং ১৯৩৫

প্রাপ্তিস্থান—

সুভাষ লাইব্রেরী,

১২, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রন্থকর্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত,
২ বি, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা।
১২ই আশ্বিন, সন ১৩৪২।

আনন্দময়ী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৪৩ বি, নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীচুনিলাল শীল দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ

আমার পরমারাধ্যা জননী

স্বর্গীয়া শান্তমণী দেবীর

স্নেহের অভাব মর্ম্মে মর্ম্মে

উপলব্ধি ক'রে,

তাঁহার অধমা কন্যা, তাহার

বহু আয়াসকৃত

যোগ-লব্ধ—**নর-নারীকে**"—তাঁহার

অচ্ছেদ্য স্মৃতির উদ্দেশে

উৎসর্গ করিয়া

তৃপ্তি ও শান্তি লাভ করিল

রমা

নাটকীয় চরিত্ররাজী

পুরুষগণ

কেতকীভূষণ রায়	...	জমিদার
অলসরাম	...	বয়স্য
মাধব ভট্টাচার্য্য	..	তপকেশ্বরের পুরোহিত
রাখালদাস হারাণচন্দ্র ভুবন গাঙ্গুলী	...	গ্রামবাসীগণ
হাবুল	...	পাওনাদার

ভৃত্য, পাইক, গ্রামবাসীগণ পিকেটিং যুবকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

পাগলিনী	...	আশ্রমদেবী
জ্ঞানব্রতা সত্যব্রতা	...	আশ্রমের প্রধানা সন্ন্যাসিনীদ্বয়
ঋত্বিকা ব্রহ্মচারিণী	...	ঐ প্রধানা সেবিকা
গীতা	...	আশ্রমপালিতা মাধব ভট্টাচার্য্যের কন্যা
মণীভদ্রা	...	আশ্রম বালিকা
গিন্নি	...	মাধবের স্ত্রী
গয়লাবউ—		
তপস্বিনী	...	আশ্রমবাসিনী

ব্রহ্মচারিণী বালিকাগণ ও গ্রাম্য রমণীগণ ইত্যাদি।

নর-নারী

প্রস্তাবনা

ব্রহ্মচারিণী আশ্রম, তপকেশ্বরের মন্দিরাভ্যন্তর—কাল সন্ধ্যা।

লীলায়িত ভঙ্গী আশ্রম-বালিকাগণ। আরতি বাদ্যসহযোগে শুদ্ধমতীর কলানৃত্য, গান করিতে করিতে ঋত্বিকার প্রবেশ।

(গীত)

চাহি না হইতে বিশ্বমাঝারে
সকল হইতে উঁচু
ধন-মান-যশ চাহি না লভিতে
গরব-বিভব কিছু।
মোরে, দাও করে প্রিয় দীন অতি দীন
সহায়-সম্পদ করে দাও লীন
তৃণসম মোরে কর হে দেবতা
মাথা করে সদা নীচু॥

ঋত্বিকা। শুদ্ধমতী, কাল তোমার গৃহাবাসে ফিরে যাবার দিন। দেবীর আদেশ তুমি সংসারী হও, তোমার কি ইচ্ছা তিনি জান্‌তে চেয়েছেন।

শুদ্ধমতী। দেবীর ইচ্ছাই সব; কিন্তু বড় যে ভয় করে ভাই?

ঋত্বিকা। ভয় করে? আশ্চর্য্য কথা, তুমি না ব্রহ্মচারিণী পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেছ? ভয় তো আমাদের মনে স্থান পেতে পারে না বোন।

সত্যব্রতার প্রবেশ।

সত্যব্রতা। ভয় কি শুদ্ধমতী ; মায়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় করে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে পড় ; ঋত্বিকা তোমার পিছনে থাকবে। এসো সব আমার সঙ্গে আশ্রমে ফিরে এসো। সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায় ; নৈমিত্তিক ক্রিয়ার বিলম্ব হচ্ছে।

[ঋত্বিকা ব্যতীত সকলেব প্রস্থান।

ঋত্বিকা। (স্বগত) তাইতো, শুদ্ধমতী অতি পবিত্রা বালিকা। ও চ'লে গেলে আশ্রমের অনেক শোভা নষ্ট হবে, কিন্তু ও নইলে সে কঠিন কাজ অন্যের দ্বারা হয় কই ? বন্য পশু সিংহ বশ কর্ত্তে সিংহবাহিনীরই আবশ্যক যে।

(গীত)

আমায় ভুলাও কত দেখি
মোহের কাঁকন পরিয়ে হাতে মায়ার বসন ঢাকি।
আমি বলতে গেলে মনের কথা,
তুমিই আমায় দাও যে ব্যথা
তবু তোমার চরণ-আশা, আমি হৃদয় ভরে রাখি ॥
যদি না পাই তোমার চরণখানি,
যেন শুনি তবু নূপুরধ্বনি
আমি যে কাজেতেই থাকি ভুলে
ওগো, তোমায় যেন না দিই ফাঁকি।

[প্রস্থান।

নর-নারী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ,—কাল প্রভাত।

গ্রামবাসিগণের প্রবেশ।

প্র গ্রাঃ। তাইতো হে মধু, এ যে একেবারেই অরাজক হয়ে উঠলো দেখছি? বলি এটা ইংরেজের রাজ্য তো বটে! এত অত্যাচার যে আর সহ্য হয় না হে।

দ্বি গ্রাঃ। সইবে না তো কি করবে শুনি। বলি জমিদারের সঙ্গে লড়বে না কি! বলি, ঘাড়ে কটা মাথা রাখ হে? এগাঁয়ে কার এত বড় ক্ষমতা শুনি?

তৃ গ্রাঃ। ওহে খুড়ো, তাতেও বড় সুবিধা হবে না; সকল লোকই ওর হাতধরা; ওর পয়সা কত জান?

প্র গ্রাঃ। বল কি মধু? পয়সা আছে বলে যা' ইচ্ছে তাই করবে। এই যে একটার পর একটা স্ত্রী হত্যা করে চলেছে; বলি, এর কি কোনও বিহিত হবে না?

মাধব। বলি, কার কথা বলছ হে তোমরা? কি হয়েছে কি?

ভুবন। মাধব-দা যে আকাশ হতে পড়লে দেখছি। তুমি কি গাঁয়ে থাক না নাকি? শুধু পূজোয় মেতে থাকলে

হয় কি ? দাদা, ‍ দুনিয়ার খবর একটু রাখতে হয়, কি বল হারু-দা ?

হারাণ। তা আর বল্‌তে ; এদিকে যে মাধু-ভায়ারই বিপদ ঘনিয়ে আসছে, সেদিকে ভায়ার খেয়াল নাই।

মাধব। কি হয়েছে হারু-দা, খুলেই বল না, অত হেঁয়ালি কচ্ছ কেন ?

রাখাল। হবে আর কি, যা চিরকাল হয়ে আসছে তাই হয়েছে। আমাদের জমিদার-প্রভু একে একে পঞ্চম পক্ষটীকেও কাল গভীর রাতে মড়ীঘাটায় রেখে এসেছে।

মাধব। অ্যাঁ বল কি হে, সত্যি ? এখনও যে তিনমাস হয়নি এটীকে বিয়ে করেছিল। কি সর্ব্বনাশ ! এখন উপায় !

ভুবন। উপায় জুল জুল ক'রে চেয়ে থাকা, আর কানে তুলো, আর নাকে তৈল দিয়ে নিদ্রা যাওয়া !

হারু। কিন্তু মাধব, তোমার ঘরে ডাগর মেয়ে, তোমার ভয়টাই বেশী।

মাধব। যা করেন তপকেশ্বর ; কিন্তু কথাটা সত্য বটে তো ?

হারু। আরে মধু, বল কি সত্যি আবার নয় ? কতকগুলো অর্থলোভী বেকার অকাল কুষ্মাণ্ডচণ্ড পাষণ্ডের সাহায্যে কাল যখন বউটাকে দাহ কর্ত্তে পাঠায়, সেই সঙ্গে আমার গুণধর ভাইপোটীও ছিলেন যে ; তাতেই তো আগেই আমি শুন্‌তে পাই ; শুনে পর্য্যন্ত রাতে আর চক্ষে-পাতায় কর্ত্তে পারিনি ; সকালেই তাই তোমাদের

কাছে ছুটে এসেছি ; এসেই দেখি রাখালভায়া দিব্যি জুত করে অঙ্গুরিটী ধরিয়েছে। বলি দাও হে, হাতটা একবার এদিকে বাড়িয়ে।

রাখাল। এই নাও ; কিন্তু সকলের উচিত ব্যাটাকে বেশ করে জব্দ করে দেওয়া ; কি বল খুড়ো, ঠিক বলিনি ?

মাধব। হ্যা, জব্দ অগ্নি পড়ে রয়েছে ; সেটা মুখের কথা কি না, এই যে এতগুলি নিরপরাধিণী বালিকাকে বিয়ের ছল করে ধরে এনে অত্যাচারে অত্যাচারে জর্জ্জরীভূত করে মেরে ফেল্লে, বলি কারু আঙ্গুলটী নাড়বার সাহস হয়েছিল কি ? যত বাজে আস্ফালন।

ভূবন। আচ্ছা, জমিদারের এত নারী-বিদ্বেষের কারণ কি বলতে পার ? এদিকে মানুষটী তো অতি সজ্জন ?

হারু। সে অনেক কথা, পরে শুনো ; এখন সকলে মিলে একটা পরামর্শ করে স্থির করো যে কি কল্লে গ্রামে এই স্ত্রীহত্যা বন্ধ হয় ; মোদ্দা এমন কাজ কর্ত্তে হবে যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে।

সকলে। তাইতো, কোনও উপায় তো খুঁজে পাচ্ছিনে, শত্রু যে অতি প্রবল।

গান করিতে করিতে ঋত্তিকার প্রবেশ।

আকুল পরাণে ডাকিলে তোমারে
যেন সদাই দেখিতে পাই গো।

পিপাসিত হৃদে বরষিয়া বারি
তৃষা নিবারিয়া দাও গো ॥
জ্ঞানরূপে দ্বারী হয়ে মম দ্বারে,
বস এসে সখা হৃদয়েরি 'পরে,
ভক্তি-প্রদীপ জীবনের পথে,
সদা জ্বেলে তুমি রেখ গো ॥

ঋত্বিকা। গ্রামবাসিগণ, তোমাদের শক্তি কম, প্রবল শত্রুকে জয় কর্ত্তে হলে তারো চেয়ে প্রবলের সাহায্য গ্রহণ করো, সফলকাম হবে—নিরাশ হয়ো না ; যাও সকলে বড় তরফের সাহায্য নাও, কার্য্যোদ্ধার হবে। জমিদারের এবারের মৃতা স্ত্রীটি বড় তরফের কোনও আত্মীয়ার কন্যা ছিলেন। কথাটা একবার বড়তরফের কানে তুলে দিতে পারলেই তোমাদের বাসনা পূর্ণ হবে।

সকলে। মা মা, আপনার কথায় আমরা কূল পেলাম—কিন্তু মা, বড়তরফের জমিদার যে বড়ই পাষণ্ড মা ? ওর ছায়া মাড়ালেও যে পাপ হয় দেবী !

ঋত্বিকা। কি করবে বাছা, স্ত্রীহত্যা যদি আর না দেখতে চাও, তবে যাও সকলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলগে।

সকলে। তাই যাবো মা, আপনার আদেশে তাই যাবো। চলহে সকলে মায়ের আশীর্ব্বাদ মাথায় করে বেরিয়ে পড়ি, প্রণাম নাও মা। এসো, ভাই সব চলে এসো।

[ঋত্বিকা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ঋত্বিকা। (স্বগতঃ) আর কত দেরী প্রভু ? আর কতদূরে আছ তুমি ; বাঙ্গালার নর-নারী যে চূর্ণ হয়ে যায় নাথ, এসো, নেমে এসো দয়াময়।

(গীত)

আজ, সকল কাজের মাঝখানেতে দাঁড়াও তুমি এসে,
মোরা, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছি কাঙ্গালের বেশে।
আজি তোমার আমার মিলন করো অপরাধ ভুলে,
ওগো, ছিন্ন করো বন্ধনপাশ রুদ্ধ দ্বার খুলে
এবার, নত করাও গর্ব্ব বোঝা,
মিলনপথ হউক সোজা,
মোদের সকল আশা পূর্ণ করো
অসীম ভালবেসে।
এবার দাঁড়াও তুমি এসে। [প্রস্থান।



দ্বিতীয় দৃশ্য

ব্রহ্মচারিণীর আশ্রমের বনাংশ,—কাল উষা।

শীলাতলে ধ্যানমগ্না পাগলিনী। চামরহস্তে জ্ঞানব্রতা, সত্যব্রতার প্রবেশ। ধ্যানভঙ্গে পাগলিনীর স্তোত্রগান।

ওঁ নমাম্য কার্য্যং প্রবিলীন লিঙ্গম্ আত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্।
অনাদি সত্ত্বাৎ খলু বস্তু জাত্যা মুক্তোঽপ্যনাদিঃ পুরুষোঽস্তি স ত্বম্।
প্রত্যক্ষং গবলং দুঃখং সুখং মধ্বহিতগরঃ।
তয়োর্ধাতা বিভো ন ত্বং গবদোঽসি কৃপাময়ী। (উদ্ধৃত)

পাগলিনী। ওগো আমার খেয়ালী মন তুমি কে গো! কোথায় থাকো তুমি বলতে পার? তোমার এত প্রতাপ, এমন প্রভাব কেন বল তো? ওরে চিরচঞ্চলা মন তোর বোঝা উচিত, তোর জন্যই সংসারে যত অনাছিষ্টি ঘটে; যত জ্বালা-যন্ত্রণা হাসিকান্না সব তোর জন্যে। তোর জন্যেই আজ মানুষ যত অভাব অনটনে পড়ে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। ওরে বিশ্বগ্রাসী মন, তুই কি বুঝিসনে তোর জন্যেই আজ যুদ্ধবিগ্রহ হচ্ছে, তোর কৃপাতেই সকলে মরণকে বরণ কচ্ছে। ওরে রাক্ষসী মন, তুই কে বল? না, না, আমার সর্ব্বদুঃখহরা প্রেমপ্রীতিভরা সোহাগিনী মন, তুমি যে সকল সুখের মূলাধার ভাই, সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের যে তুমি আধার ভাই! তোর মহিমাতেই যে লোকে আবার সুখের হাসি, প্রাণের হাসি হাসতে

পায়। ওগো আমার জীবন-মরণের সাথী, আমার শয়ন-স্বপনের সাথী ; কত জন্মান্তরের, কত যুগ-যুগান্তরের চিরসাথী মন, আর কতদিন খেয়ালের দোলায় দুল্‌বে বল তো ? ধরা দাও, শান্ত হও, আমি আমার চির-ঈপ্সিতের চরণে বিলীন হই। হা, হা, হা, আমি পাগল, না রে ! আমি পাগল !

(আশ্রম-বালিকাগণের প্রবেশ। নৃত্য ও গীত।

শ্যাম তোমার মোহনবেশ, আজ কেন ত্যজেছ ?
তোমার মোহনচূড়া পীতধড়া কোথায় খুলে রেখেছ।
লুকিয়ে তোমার চিকণ কেশ,
ধরেছ শ্যাম শ্যামার বেশ
আজ হাতের বাঁশী লুকিয়ে রেখে
অসি হাতে নিয়েছ।
ভুলাতে কোন্‌ কুলবালা,
ধরেছ শ্যাম এই নব ছলা
তুমি ফেলে বন-কুসুমমালা
জবার মালায় সেজেছ।

পাগলিনী। তোরা কে রে ! যা যা সব আশ্রমে ফিরে যা।

(জ্ঞানব্রতা, সত্যব্রতা প্রভৃতির দেবীকে পূজা ও আরতীকরণ)

পাগলিনী। হয়েছে মা হয়েছে, যাও সব চলে যাও, দেখি আমি

একবার দেশটা ঘুরে দেখি, কোথাও কাজটাজ পাই কি না। হা, হা, হা।

[প্রস্থান।

জ্ঞানব্রতা। বালিকাগণ, আজ তোমাদের কার কি শিক্ষা আছে, তা সব মনে আছে তো ?

সকলে। হাঁ দেবী, মনে আছে।

সত্যব্রতা। বেশ একে একে বলে যাও। তোমার কি পাঠ ?

১ম বা। নৌকাচালনা ও অশ্বরক্ষা।

জ্ঞা। তোমার ?

২য় বা। গোচারণ, গোরক্ষণ ও গোপালন ইত্যাদি।

জ্ঞা। তোমার ?

৩য় বা। রোগীর পরিচর্য্যা ও সন্তানপালন।

সত্য। তোমার কি আছে ?

৪র্থ বা। গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, গৃহমার্জ্জন, পরিজনসেবা।

জ্ঞা। তোমার কি আছে ?

৫ম বা। অস্ত্রচালন ও উদ্যান রচনা।

জ্ঞা। তোমার কি ?

৬ষ্ঠ বা। বেদগান ও বেদব্যাখ্যা।

ঋত্বিকা। দেবী, আশ্রমের নিয়মানুযায়ী সংসারের কার্য্যকরী সকল বিদ্যাই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। আপনাদের আজ্ঞামত বালিকারাও প্রাণপণে উন্নতির দিকেই এগিয়ে চলেছে।

সত্যব্রতা। বেশ, বেশ। যাও সব নিজ নিজ কার্য্যে আশ্রমে ফিরে যাও। ঋত্বিকা ?

ঋত্বিকা। আদেশ করুন দেবী।

সত্য। এইবার তোমরা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও, সময় উপস্থিত হয়েছে।

জ্ঞান। ঋত্বিকা, কি ভাবছ ?

ঋত্বিকা। ভাবছি, শুদ্ধমতী চলে গেলে কে তার স্থান পূরণ কর্ব্বে ?

জ্ঞান। সে ভাবনা মা-ই ভাববেন, তুমি আমি কে ? চল·বেলা হয়ে উঠছে, আশ্রমে যাই।

সত্য। ঋত্বিকা ! শুদ্ধমতী আজ হতে আবার গীতা নামেই প্রচার হবে। মনে রেখো।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

পুকুরঘাট।

কলসীকক্ষে গ্রাম্য রমণীগণ ও গীতার প্রবেশ।

উমাশশী। হ্যাঁ ভাই ঠাকুরঝি, শুনেছিস্ জমিদারের এ বউটীও কাল মরেছে।

গিরিবালা। বলিস্ কি লো—কি হয়েছিল এর মধ্যে ?

রাণীর মা। হবে আবার কি ? মুখপোড়া মিন্‌সে যেমন করে সকলকে মারে, একেও তাই করেছে।

উমাশশী। আহা বউগুলোর কি খোয়ারটাই না করে, দেখলে বুক ফেটে যায়।

গীতা। আচ্ছা খুড়ীমা, বউগুলো মরে কিসে গা ? বিষ টিস খাওয়ায় নাকি ? না ভূতে মেরে ফেলে ? ব্যাপার কি ?

খুড়ীমা। হ্যাঁ, ভূত না তোর মাথা—ওলো শুনবি তো শোন, কাকেও বলিসনি যেন, তা'হলে আর নিস্তার থাক্‌বে না।

গীতা। না, না, বল্‌বো কেন ? বল তুমি।

খুড়ীমা। কথাটা কি জানিস্‌, এই জমিদার মিন্‌সে বিয়ের নাম ক'রে নিরীহ মেয়েগুলোকে ধরে আনে, তার পর সেই যে নিজের কোঠরে পুরে রাখে, একেবারে শেষ হ'লে তবে বার করে। পরে আবার আর একটাকে বিয়ের নাম ক'রে বাপ-মার কোল থেকে ছিনিয়ে এনে বন্দী ক'রে অত্যাচার কর্ত্তে থাকে।

গীতা। আচ্ছা খুড়ীমা ! বাড়ীর মধ্যে রেখে কি করে গা ? মৃত্যু তো অম্নি হয় না ?

গিরি। ওমা তাও বুঝি জানিস্ নে। বউগুলোকে বিয়ের পর অন্দরে এনে আর ত্রিজগতের মুখ দেখ্‌তে দেয় না, তার উপর নানান অত্যাচার সুরু করে। বিশ্বসংসারে এমন কাজ নেই যা ঐ বউগুলোকে দিয়ে করায় না।

উমাশশী। আঃ, কাজ ব'লে কাজ। কি তার নাম করবো,

ঝিয়ের কাজ, চাকরের কাজ, কুলী মজুর ধোপা নাপ্তে গয়লা কামার কুমর থেকে দু'চোখে যা দেখছ সব কর্ত্তে হয়, রান্না বাসন মাজা তো ছেড়েই দিচ্ছি। পাথর ভাঙ্গা ঘানিটানা গম্‌পেশা তো আছেই।

বিজনবালা। আবার না পাল্লে বেদম প্রহার। সে যে কি মার তা বলা যায় না, সাতটা চোরেও তা সইতে পারে না।

গীতা। উঃ উঃ, কি নৃশংস ব্যাপার, ঈশ্বর কি নেই ?

খুড়ীমা। আহা, বাচারা আবার খেতেও পায় না ; রোগ হ'লেও জিরেন নেই, ওষুদ নেই, পত্তি নেই, শীতে গায় দেবার একটু কাপড় পর্য্যন্ত নেই।

বিজন। শুধু কি তাই ? শীতের দিনে হিমে খোলা ছাদে ফেলে রাখ্‌বে। গরমের দিনে ঠিক রোদে বেঁধে রাখ্‌বে। বর্ষার ধারায় খোলা ছাদে বসিয়ে রাখ্‌বে।

গীতা। ওঃ, আর বোলো না গো, আর বোলো না ; আমার বুকের মধ্যে কেমন কচ্ছে।

খুড়ীমা। মানুষের প্রাণ তো বাছা ? কত আর সয় বল।

গীতা। খুড়ীমা, খুড়ীমা, গ্রামে কি মানুষ নেই যে এর কোন প্রতিকার করে। ওঃ কি সর্ব্বনাশ ! মানুষ এমন হয়।

খুড়ীমা। কে করবে বাছা রাজার সঙ্গে লড়াই ; কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে বল।

গীতা। আচ্ছা, শুনেছি জমিদার আবার অনেক সব সৎকর্ম্মও ক'রে থাকেন ; তা কি সত্যি ?

উমাশশী। ও মা, তা আবার নয়। সৎকর্ম্ম বলে সৎকর্ম্ম; এমনটী কেউ পারে না। অতিথিশালা, জলাশয়. দেবালয়, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, ইস্কুল, রাস্তাঘাট সব করে দেন। অজন্মায় খাজনা মাপ থেকে কিছু আর বাকি রাখেন না। যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-অবতার।

বিজন। এই মেয়ে-জাতকেই দেখতে পারেন না, তবুও মেয়েদের ইস্কুল করে দিয়েছেন। দায়-অদায়ে একবার ধত্তে পাল্লেই হ'ল।

গীতা। এমন যদি সাধুপুরুষই হবে তবে অন্তরে এমন গরল পোষা কেন? এমন নারীদ্বেষী কেন বলুন তো?

খুড়ীমা। তা আর বড় মিছে নয় বাছা; ঐ এক দোষেই দেবতা দানব হয়েছেন। নইলে বাছার কোন দোষ নেই।

গিরিবালা। তা হবে নাই বা কেন বাপু? মেয়েমানুষ যা সর্ব্বনাশ ওদের করে গেছে তা কি এত সহজে ভোলা যায় গা?

রাণীর মা। সেই আক্রোশেই না দেবতা আজ দানব হয়ে উঠেছে।

খুড়ীমা। আহা তা আবার নয়? ঐ জমিদার কেতকীভূষণ তখন এই এতটুকু ছেলে, যখন সেই কাণ্ড হয়। ওর বাবা মানী লোক, লজ্জায় ঘৃণায় আত্মহত্যা কল্লে। ছেলের শোকে ওর ঠাকুমা জলে ঝাঁপ দিয়ে ম'ল। বুড়ো ঠাকুর্দ্দা শোকে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায়, বিশ্বাসী

দেওয়ানের হাতে সব জমিদারীর ভার দিয়ে কেতকীকে নিয়ে দেশত্যাগ কল্লে। কালসর্পীর দংশনে ওদের বংশ ছারখার হয়ে গেল। বুড়ো জমিদার আর দেশে ফেরেনি, সেইখানেই ম'ল।

রাণীর মা। বড় হয়ে কেতকী যখন সব শুন্‌লে তখন ও প্রতিজ্ঞা কল্লে জন্মেঞ্জয়ের মতই সর্পযজ্ঞের বদলে সে নারী ধ্বংস কর্ব্বে।

উমাশশী। আচ্ছা ঠাকুরঝি, কেতকীর বাপ নাকি চরিত্র-হীন ছিল?

খুড়ীমা। হ্যাঁ ভাই, সেই জন্যেই তো এত কাণ্ড বাধলো। কেতকীর মা বড় বদরাগী মেয়ে ছিল; স্বামীর জ্বালায় সে অস্থির হয়ে প্রতিশোধ নিতে এই কাণ্ড বাধালে।

গিরি। শুনেছি বড়তরফেরই না এই সব কারসাজী।

খুড়ীমা। হ্যাঁ, ওদের একটা বাইজী ছোট তরফের সঙ্গে চ'লে আসে। সেই হতে দু' তরফে দাঙ্গা বাধে, তাতে অনেক খুন-যখম হয়ে বড়তরফ হেরে যায়। শেষে বড়তরফ চরম শাস্তি দিয়ে বউরাণীকে নিয়ে উধাও হ'ল। আর এদের সংসারও ছারখার হয়ে গেল।

সকলে। ছি, ছি, গলায় দড়ি, গলায় দড়ি, অমন মেয়ের।

গীতা। তা তো হবেই। যত অশিক্ষিতা মেয়ে বিপুল ধন-সম্পত্তির মাঝে পড়ে খালি বিলাস-সাগরে ভাসৃবে আর পরচর্চ্চায় সময় কাটাবে আর যত খোসামদের দল তোষা-

মোদের ফোয়ারা ছোটাবে, আর নিজেরাও অম্নি বৃথা গর্ব্বে ফুলে উঠে তুনিয়াকে তৃণ জ্ঞান কর্ব্বে; তারা ভাবে না যে তাদেব অন্তঃপুরের বাইবে কতবড একটা জগৎ পড়ে বয়েছে। যেমন হয়েছে পুরুষগুলো পাষণ্ড, তেম্নি সব নারীগুলোও সয়তানীর প্রতিমূর্ত্তি।

সকলে। অবাক কল্লি মা, তুই কি গুরুমা হয়েছিস না কি বে। মাগো, মেয়েব মুখ দে যেন খই ফুটছে।

খুড়ীমা। এই জন্যেই মেয়েকে ডাগর ক'বে রাখতে নেই। আমি তখনি বলেছিলুম গো, তখনি বলেছিনু, গীতাব মা, অমন কাজটী করো না, শেষে পস্তাতে হবে, এখন দেখছি হাতে-হাতে তার ফল ফলতে চল্লো।

গিরি। ওমা, কি বাচাল মেয়ে মা, ঘেন্না ধরিযে দিলে। ওমা, মেয়েমানুষের একি ধিঙ্গিপনা গো; ছি ছি, ছি, ঐ জন্যেই জমিদার মেয়ে-জাতটাকে এত ঘেন্না করে; ঠিক করে সে। হাজার হোক বেটাছেলে কিনা, সইবে কেন?

গীতা। দেখুন, আপনারা যা বলছেন সব ভুল, আর জমিদার যা কচ্ছেন তাও মস্ত ভুল।

খুড়ীমা। থাম্ থাম্, আর ডেঁপোমি কর্ত্তে হবে না, কালকেব মেয়ে, সকলের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে কথা কইতে লজ্জা কচ্ছে না?

গীতা। সে কি খুড়ী মা, কথা কইতে লজ্জা কর্ব্বে কেন? বরং না কওয়াই লজ্জার বিষয়। কথা না কয়ে কয়েই

তো নারীজাতির আজ এত দুর্দ্দশা দাঁড়িয়েছে। এই দেখুন, জমিদারের বউগুলি যদি নীরবে লজ্জায় ঘাড় হেঁট ক'রে না থাকতেন, তবে কি অকালে প্রাণ হারাতে হতো। ভূতপূর্ব্ব জমিদার যেমন অত্যাচারী ছিলেন তার উপযুক্ত শাস্তিও হয়েছে। সেজন্য এই সব নিরপরাধিণী বালিকাদের হত্যা করবার কি অধিকার আছে শুনি ?

সকলে। চুপ, চুপ, চুপ, কি সর্ব্বনেশে মেয়ে মা। এখনি কে কোথা থেকে শুনতে পাবে, অম্নি হাতে দড়ি পড়বে। কাজ নেই বাপু, বাড়ী চল, সন্ধ্যেও হয়ে এলো বলে।

[সকলের প্রস্থান।



চতুর্থ দৃশ্য

উদ্যান,—কাল প্রভাত।

গীতার সাজিহস্তে পুষ্পচয়ন।

(গীত)

তব গন্ধ আসে ভোর বাতাসে
কেন পরশ লাগে না।
শুধু ছোঁয়াচ লাগে হিয়ার 'পরে
কেন বুকে পশে না।
এই অচিন পথে আসা-যাওয়া
তোমার সীমা যায় না পাওয়া
ফুলের বুকে পাই পরিচয়
কেন চোখে দেখি না।

গীতা। যাই, তপকেশ্বরের পূজার বেলা হয়ে যাচ্ছে, বাবা হয়তো ফুলের জন্য বসে আছেন, যাই, আর দেরী করা ঠিক নয়। কিন্তু এ আমার কি হ'ল, প্রাণের মধ্যে কে যেন আগুন জ্বেলে দিচ্ছে। ভগবান, সত্যই কি তুমি এতই নির্ম্মম, তোমার প্রাণে কি নারীর ব্যথা বাজে না। নারী-নির্য্যাতনে তোমার প্রাণ কি কাঁদে না? ওগো দেবতা, তোমার কাছেও কি নরনারীর ভেদাভেদ আছে? নারায়ণ, চিরদিনই তো দেখে আসছি, যখনি প্রবলের চাপে দুর্ব্বল ভেঙ্গে পড়ে, ওগো ব্যথাহারী, তখনি

তোমায় দেখতে পাওয়া যায়। তবে নাথ, এখনও কি সময় হয়নি? ঐ শোন, নারীর বুকফাটা কান্না, ঐ দেখ চারিদিকে নারী-নির্য্যাতনের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। আর কত কাল প্রভু, আর কত কাল দুর্ব্বল দলিত-মথিত হবে? এসো দয়াময় হরি, আমার সহায় হও।

(গীত)

যবে মন-ভেজান সবুজ পাতায় লাগে তোমার হাওয়া
তখন অন্তরেতে বলে এবার যাবে তোমায় পাওয়া
যবে শূন্য পথে বাতাস-রথে আস চুপে চুপে,
তখন আমার হৃদয়-দুয়ার ভরে তোমার রূপে,
　　তবু মন্দির মোর শূন্য থাকে,
　　　　কেন হয় না গো গান গাওয়া।

[প্রস্থান

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জমিদারের বৈঠকখানা।

কেতকীভূষণ ও পারিষদবর্গ।

কেতকী। সে কি হে, মেয়ে পাচ্ছনা কি? পাত্রী না পেলে বিয়ে হবে কার সঙ্গে? চালাকি নাকি?

প্রঃ পা। আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, পাত্রী মোটেই পাচ্ছিনে কোথাও!

কেতকী। বিয়ে আমায় কত্তেই হবে, পাত্রী আমার চাই-ই, না পেলে চল্‌বে কেন! যাও যাও, ঘটক ডাকো, ঘটক ডাকো—এসব তোমাদের কর্ম্ম নয়।

দ্বিঃ পা। আজ্ঞে হুজুর, সে কথা আর বলেন কেন? কোন ব্যাটা ঘটকের টিকিটীও আর দেখতে পাচ্ছিনে যে বলি। শুন্‌লাম তারা পাছে আপনার সাম্নে আসতে হয় ব'লে দেশ ছেড়ে সব চলে গেছে। সত্য মিথ্যা এঁদের সব শুধুন, হুজুর।

কেতকী। বটে, দেশ ছেড়ে যাচ্ছে, আচ্ছা, দেখ্‌বো তারা কত দিন পালিয়ে পালিয়ে থাকে।

তৃঃ পা। শুধু তাই নয় হুজুর, আবার যাদের যাদের সব বিয়ের যুগ্যি মেয়ে আছে, তারাও দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে, নয় তো তাড়াতাড়ি যার তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে।

কাজেই মেয়ের আকাল পড়ে গেছে, দেশে আর একটীও মেয়ে নেই, আমরা আর কি করবো হুজুর।

কেতকী। চুপ কর্ বেয়াদপ—মেয়ে নেই বল্লেই নেই। ঐ সর্ব্বনেশে জাতটায় সমস্ত পৃথিবী ভরে উঠেছে, তাদের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে সমস্ত সংসার জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে, সেই জাত নেই—আরে নেই বল্লেই নেই হ'ল, ওসব চালাকি শুন্‌তে চাইনে, পাত্রী আমার চাইই চাই।

প্রঃ পা। গ্রামে তো খুঁজে হাল্লাক হয়েছি, হুজুর।

দ্বিঃ পা। অন্য গ্রাম হতেও আনাতে পাচ্ছিনে কারণ, গ্রামের যত পাজি নেমকহারাম দল বেধে আপনার বিরুদ্ধে লেগেছে।

কেতকী। চোপরাও শূয়ার, পাত্রী চাইই চাই।

তৃঃ পা। আবার কানা-ঘুষোয় শুন্‌ছি জনকতক গ্রামবাসী আপনার সঙ্গে পারবে না জেনে বড়তরফের সাহায্য নিয়েছে।

প্রঃ পা। আবার খবরের কাগজে কাগজে ছাপিয়ে সারা দেশের লোককে সাবধান কচ্ছে যেন কেউ না আপনাকে কন্যা দেয়।

দ্বিঃ পা। আবার হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে মেরে দিয়েছে, পাছে ভুল ক'রে কেউ এসে পড়ে আপনার কাছে।

তৃঃ পা। চারদিকে গুপ্ত পাহারা বসিয়েছে, যেন কেউ না সম্বন্ধ কত্তে আসে।

প্রঃ পা। চারদিক বেশ বেঁধে-ছেঁদেই কাজ কচ্ছে হুজুর।

কেতকী। আঃ অপদার্থ পাজি ব্যাটারা, তবে কি কর্ত্তে আছিস তোরা? এই যে সব বাইরের লোক এসে আমার গ্রামে বসে আমারই ওপর চাল ঝাড়ছে তোরা তবে আছিস কেন? দাঁড়া নেমকহারাম ব্যাটারা, আগে তোদেরই জব্দ কচ্ছি—সকাল থেকে খালি খালি হুজুর হুজুর ক'রে মাথা ধরিয়ে দিলে, দূর হ আমার সামনে থেকে—পাজির দল সব।

[সভয়ে পারিষদবর্গের প্রস্থান।

কেতকী। এই কে আছিস রে?

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ ও প্রণাম।

কেতকী। এই, পরাণ নায়েব-মশাইকে আমার খাসকামরায় পাঠিয়ে দিগে, আর ঐ সঙ্গে অলসরামকেও পাঠিয়ে দিবি বুঝলি; বেয়ারাকে বল ঘর বন্ধ কর্ত্তে; যাই দেখি কত দূর কি হয়, বড়তরফের শত্রুতার প্রবৃত্তি আজও মেটেনি দেখছি; আচ্ছা, এইবার যাতে ভাল ক'রেই মেটে তারই ব্যবস্থা কচ্ছি।

[প্রস্থান।

ভৃত্য। আচ্ছা মনিবের পাল্লায় পড়েছি বাবা; বছরের মধ্যে আদ্দেক দিন শ্মশান জাগিয়ে থাকো। না, এ ছাইয়ের কাজ আর করবো না, ছেড়ে দেবো; কিন্তু যে দিন-

কাল তাতে সাহস হয় না ; যাই হোক, পেটটা তো খুব ভরে তাহলেই হ'ল গে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

খাসকামরা।

কেতকীভূষণ, নায়েব ও অলসরাম।

অলসরাম। বলি বন্ধু, একটী একটী করে ছ'ছটীকে তো জলসই কল্লে, কই তবুও তো আইবুড়ো নাম ঘুচল না। বলি ছ' বার বিয়ের একবারও ফুলশয্যা হ'ল না যদি তবে আর ও ছাই বিয়ের আবশ্যক কি ভায়া!

কেতকী। অলস—এখন একটু থামো ভাই, সকল সময় রসিকতা ভাল লাগে না। আমার বিয়ে করা ফুলশয্যার জন্য নয়, অগ্নিশয্যার জন্য, তাকি জান না ?

অলস। আহা তা তো জানিই হে ; মোদ্দাৎ আর কেন, এই বার রণে ভঙ্গ দাও না ;—বলি বাপ-দাদার নামটাও তো রাখা চাই। ফুলশয্যাই হবে না, তবে জলপিণ্ডির যোগাড় হবে কি ক'রে ? তাই বল্‌ছি ও-সব বালাই ছেড়ে এবার লক্ষী ছেলেটীর মত ঘর-সংসার করো,

আমরাও মজা ক'রে নূতন রাণীর হাতের রান্না খেয়ে তৃপ্ত হই।

কেতকী। আঃ জ্বালালে দেখছি, যে জাতকে একমাত্র পদাঘাত ছাড়া স্পর্শ করা উচিত নয় তার সঙ্গে ঘর কর্‌বো, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

অলস। তবে বংশ থাক্‌বে কি করে ?

কেতকী। কেন বংশ না থাক্‌লে আমার মত সারা জীবন জ্বল্‌বে কে ? তাই না বংশ থাকা দরকার ? যে বাপ-পিতামহের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে সংসারে আমি সকল সুখ হতে বঞ্চিত হয়েছি, যাদের জন্য এই মারণ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্ত্তে হয়েছে, তারা যাতে জলপিণ্ড না পায় তাই করাই ধর্ম্ম। যাও, আর আমায় বৃথা বকিও না, চুপ করো। হ্যাঁ, কি বলছিলাম গে ? আপনি সব শুনেছেন তো কাকাবাবু।

নায়েব। তা তো শুনেছি বাবা, কিন্তু এখনও কিছুই ঠাওরাতে পারিনি যে, কি উপায় করবো।

কেতকী। আপনি বুড়ো হয়ে দেখছি কাজের বার হয়ে গেছেন, নইলে প্রজারা আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস করে ?

নায়েব। দেখ বাবা, তোমার বাপ-পিতামোর অনেক নুন খেয়েছি ; তোমাকেও বুকে ক'রেই মানুষ করেছি, সেই জন্যই বল্‌ছি বাবা অনেক অধর্ম্ম হয়েছে, এইবার নিরস্ত হও, একজনের অপরাধে আর পাঁচ জনকে সাজা দেওয়া

উচিত নয়, তুমি তো আর তেমন ছেলে নও বাবা, আর পাপ কাজ............

কেতকী। থামুন থামুন, ও সব তত্ত্বকথা রেখে আসল কথা শুনুন ; যেখান থেকেই হোক পাত্রী যোগাড় করুন আগে, অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেছে, আব নয় মানুষেব জীবনেব কতটুকুই বা মেয়াদ ; এই অল্প সময়ের মধ্যে ক'টাকেই বা শেষ করতে পারা যাবে।

অলস। আহা কি আপশোষ গা, এই মাত্র বত্রিশ বছর বয়েস, মোটে ছ'টার মাথা খেলেন—

কেতকী। আঃ চুপ—কোনও কথাই শুন্‌তে চাইনে, যেমন ক'রে হোক পাত্রী আনো, যত টাকাই লাগে, যে ক'রেই হোক পাত্রী আনা চাইই,—ব্যস এক কথা।

নায়েব। দেখ বাবা, এত দিন তোমার কাজ আমার নিজের কাজ ভেবেই করে এসেছি, এইবার আমায় অবসর দাও বাবা, বুড়ো হয়েছি, কাশী যাই।

কেতকী। বেশ তাই হবে, শীঘ্রই আপনি অব্যাহতি পাবেন। এ সব অপদার্থ লোকে আমারও চলবে না।

অলস। আমি অলসরাম, আলস্যই আমার পেশা, যাই অন্যত্র একটু স্থানের চেষ্টা দেখিগে, কে বাবা নিত্যি নিত্যি মড়া ফেল্‌তে যাবে ; আমি তো আর হরিশ্চন্দ্র নই।

কেতকী। কি হে অলসরাম, মুখটা অমন ঝুলে পড়ল কেন ?

অলসরাম। না ভাই, ভাবছি দিন কতক দেশটা ঘুরে আসি।

কেতকী। তোমার আবার দেশ কোন্ চুলোয় আছে শুনি ?

অলস। তা যা হোক, একটা আছে বই কি, এই বেলা সরে পড়াই ভাল।

কেতকী। বেশ যাও যাও, আমি কাকেও চাই নে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মাধব ভট্টাচার্য্যের অন্তঃপুর।

মাধব-গিন্নি ও গীতা।

মাধব। কই গো মা গীতা, হুঁকোটা কই, বেলা যে অনেক হয়ে গেল মা।

গীতা। এই যে বাবা এনেছি ; আপনার আসতে দেরি দেখে তামাক ধরাইনি বাবা, এই নিন ধরেছে। হ্যাঁ বাবা, আজ শুধু শুধু এত দেরী হ'ল কেন বাবা ?

গিন্নি। সত্যি এতো দেরি হ'ল কেন গা। তপকেশ্বরের পূজো তো অনেকক্ষণ হয়ে গেছে।

মাধব। না, আজ জমিদার-বাড়ী দেরি হয়ে গেল।

গিন্নি। কেন আজ সেখানে কি গা ?

মাধব। কি আর সেই বউটীর আজ শ্রাদ্ধ হ'ল তাই।

গীতা। ও তাই বাবার পুঁটুলি এত ভারি দেখছি। বাবা,

বাবা, কেন ও-সব নিয়ে এলেন বাবা, ফেলে দিন ও-সব, পাপ যজ্ঞের দ্রব্য নিলে পাপের ভাগী হ'তে হয়। বাবা, বাবা, এই আপনাদের সমাজ, এই আপনাদের ধর্ম্ম।

মাধব। বুঝি সব মা, কিন্তু কি করব বল, তিনি রাজা অন্নদাতা, আর আমি যে ভিখারী মা। তাঁর প্রজা হয়ে আমার কি সাধ্য যে তাঁকে কিছু বলি। তাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরের পূজারী; আমি যে মা চাকর, হুকুম মানতে বাধ্য যে মা? প্রাণে ব্যথা পেলেও মুখে দেখাতে পারবো না তো।

গিন্নি। ওমা বল কি গো! এই যে সেদিন বিয়ে হ'ল এর মধ্যেই ম'ল; অ্যাঁ কি সর্ব্বনেশে পুরুষ গা, যেন রাক্ষস-অবতার। খালি বিয়ে কচ্ছে আর মারছে যেন মগের মুল্লুক; না বাপু, এমন পাপ দেশে থাকতে নেই, কি জানি কোন্ দিন কি বিপদে পড়বো।

মাধব। না থেকে কি করবো গিন্নি? যার পয়সা আছে তার সব শোভা পায়। আমাদের মতো গরীবদের জন্য এ পৃথিবী নয় গিন্নি। আজকাল দেখছি ভগবানও পয়সাওলাকে ভয় করেন, নইলে এত পাপ কি সহ্য হয়?

গিন্নি। ওগো শুনেছ, হঠাৎ গ্রামের কতকগুলো লোক কোথায় চলে যাচ্ছে, আবার বলছে সবাই চলে যাবে। কেন গা, কি হয়েছে?

গীতা। সবাই যাচ্ছে কি মা ? না জমিদারের স্বজাতি যারা যাদের যাদের ঘরে বিয়ের যোগ্য মেয়ে আছে তারাই যাচ্ছে ?

মাধব। হ্যাঁ তাই বটে গো, কেউ কেউ ভিটের মায়া ত্যাগ কর্ত্তে না পেরে যাকে-তাকে ধরে ধরে রাতারাতি মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিচ্ছে। সারা গাঁ-টায় যেন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়ে উঠেছে, এই বুঝি মেয়ে ধল্লে, এই বুঝি মেয়ে ধল্লে।

গিন্নি। ওমা কি হবে গো! আমার গীতা যে যাটের বিয়েব বয়স পেরুতে চল্লো। যদি জানতে পারে ধরে নে যাবে তো ? তবে চলো, এই বেলা কোথাও পালাই।

মাধব। কোথা যাবো গিন্নি, দু'বেলা দুটী অন্ন যা-হোক ক'রে এখানে জুটছে; ছেলেপুলে নিয়ে কার দোরে গে দাঁড়াব বল, আর কেই বা স্থান দেবে আমায়। ভাগ্যে সে কালের প্রভু জমিদার মন্দিরের পূজুরীর পদটি দিয়েছিলেন, নইলে সবাই শুকিয়ে মত্তুম তা তো জানো। পয়সাই যদি থাকবে গিন্নি তবে কি স্বর্ণ-প্রতিমার মত কন্যার আজও বিয়ের বাকি থাকে ? মার আমার রূপ-গুণের সীমা নেই; দশখানা গাঁ ঢুঁড়লেও এমন মেয়ে খুঁজে পাব না।

গিন্নি। ওগো তবে কি হবে গো! আমি কি করবো গো! ওগো মাগো! তুমি কোথা গেলে গো! আমার কি

সর্ব্বনাশ হ'ল এসে দেখ যাও গো ! আমার বড় সাধের গীতাকে আজ রাক্ষসে ধরে খায় গো—

মাধব। আরে আরে গিন্নি কচ্ছো কি, কচ্ছো কি ! চুপ চুপ, এখনি কে কোথায় শুন্‌তে পাবে, অম্নি জমিদারের কানে তুলে দেবে, চারদিকে তার লোক মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে তা জান ? গাঁয়ে আর একটিও মেয়ে নেই, জমিদার ব্যস্ত হয়ে মেয়ে খুঁজছে।

গিন্নি। ওগো, তবে কি হবে গো, কি করবো গো ?

গীতা। আঃ মা থামো, তুমি কি পাগল হয়েছ নাকি ?

গিন্নি। ওরে মারে—থামতে যে পাচ্ছি না রে।

মাধব। গিন্নি ! শোন, একটু থাম, সব নষ্ট করো না, আমি একবার হারুদার কাছ থেকে হয়ে আসি, দেখি কি কর্ত্তে পারি। তোমরা দোর দে বসে থাকো, গীতাকে যেন বেরুতে দিও না বুঝলে।

গিন্নি। তাই যাও গো, তাই যাও, মা মঙ্গলচণ্ডী রক্ষা করো মা, দুর্গা দুর্গা।

[মাধবের প্রস্থান।

গিন্নি। আয় মা গীতা, ঘরে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।



চতুর্থ দৃশ্য

হারুদার বৈঠকখানা।

নবীন, ভুবন, রাখাল, হারুদা ও মাধবের প্রবেশ।

হারু। আরে কে ও, মধু না? এসো এসো, কতদিন আর দেখিনি তোমায়, বস বস—শুনেছ কথা?

রাখাল। খুড়ো, এদিকে যে ভারি মজা হয়েছে, কেতকী রায় এবার খুব জব্দ হয়ে গেছে।

নবীন। হ্যাঁ বাবা, বাছাধনকে আর বিয়ে কর্ত্তে হচ্ছে না, গাঁয়ে আর একটিও পাত্রী নেই, তা জান?

হারু। হাঁ হাঁ বাবা, এ আর গরীব প্রজা নয়, স্বয়ং বড়তরফ লেগেছেন, মজাটি দেখিয়ে ছেড়ে দেবেন।

ভুবন। কিন্তু আমাদের কেতকী রায়ও কম জেদী নয়, সেও উঠে-পড়ে পাত্রীর সন্ধান কচ্ছে, জলের মত পয়সা খরচ কচ্ছে, পাত্রীর জন্যে,—হাঁ মরদ বটে!

নবীন। বলি মাধব-দা, অমন হাঁড়ী মুখ করে বসে আছ যে, কি হয়েছে, গিন্নির সঙ্গে বিবাদ না কি?

মাধব। না হে ভায়া, আমার মহা বিপদ, মেয়েটার তো এতদিন ধরে কোথাও কিনেরা কর্ত্তে পাল্লাম না অথচ সম্মুখে এই বিপদ এসে পড়ল; জমিদার আমার পাল্‌টি ঘর, যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায় যে আমার ঘরে পাত্রী আছে, তা'হলে বুঝতেই পাচ্ছ অবস্থাটা কি হবে! সেই জন্যেই ছুটে এলাম দাদা, একটা উপায় কিছু করো।

হারু। তার আর ভাবনা কি? চল বড়তরফে নিয়ে যাই; বড়তরফের জমিদার সেও এই কেতকীরই সমবয়সী, আজও বিয়ে করেনি, তোমার সুন্দরী মেয়ে, হাতে-পায়ে ধল্লে রাজীও হ'তে পারে।

বাখাল। মোহিনীমোহন নাকি বড় চরিত্রহীন, সেই জন্যেই আজও বিয়ে করেনি।

হারু। আরে রেখে দাও তোমার সুক্ষ্ম কথা, চরিত্রহীন, বেটাছেলের আবার চরিত্তির কি? টাকার গাদায় বসে হরিনাম কর্ব্বে নাকি? যত সব অনাছিষ্টির কথা; এসো মাধু আমাব সঙ্গে, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

মাধব। কিন্তু সেটা কি উচিত হারু-দা—অন্নদাতার বিপক্ষে দাঁড়াব ধর্ম্মে সইবে তো? ওঁদের দয়ায় দুটো করে খাচ্চি তো।

হারু। তবে মর্ত্তে আমার কাছে এসেচ কেন? বাড়ী গিয়ে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করগে।

নবীন। সত্যি খুড়ো, তুমি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করো, ওদিকে মেয়েটাকে জমিদার ধরে নে গে জবাই করুক। আমি এত বড় কুলীন হয়েও কাল রাতে এক গোঁসাইকে ধরে মেয়েটাকে গছিয়ে দিলাম। বলি কুল গেল বটে, কিন্তু মেয়েটা তো মরবে না সেই রক্ষে।

হারু। চল হে চল বেলা হ'ল, একবার বাজারটা ঘুরে আস্‌তে হবে।

মাধব। হারু-দা, রাগ কচ্ছো, আমার এই বিপদের সময় তোমাদের কাছে সাহায্য নিতে এলাম আর তোমরা সব চলে যাচ্ছ!

হারু। তা কি করবো বাপু, তুমি তো কারু কথা শুনবে না, তবে বিপদ হবে না তো কি!

ভুবন। সে কথা বড় মিথ্যে নয়; মাধব-দা যখন মেয়েকে বড় ক'রে রেখে ইস্কুলে দেন তখন আমরা পই পই করে বারণ করেছিলাম, তখন সে কথা কি মাধু-দা কানে তুলেছিল, নইলে আজও মেয়ের বিয়ের বাকি থাকে কি? ওর জুড়ী আমার খেঁদি, তার দু'দুটো ছেলে হয়ে গেল,— ওর বিপদ হওয়াই উচিত।

রাখাল। থাক্, এখন আর বৃথা বকে কি হবে, যদি কোনও উপায় থাকে বরং তাই করা যাক। আমাদের জমিদার যদি ওকে এসে বিয়ে ক'রে ফেলে, তবে আর মিথ্যে এত কাণ্ড ক'রে কি ফল হ'ল, তার জেদই তো বজায় রইল।

সকলে। ঠিক বলেছ হে, সে কথা এতক্ষণ ভেবে দেখিনি তো।

হারু। না মাধু, তোমার কোনও কথা শুন্‌তে চাইনে, চল এখুনি আমাদের সঙ্গে, নইলে অনর্থ হবে বলে রাখছি।

মাধব। চল তবে ঈশ্বরের মনে যা আছে তাই হবে।

সকলে। ভয় পাচ্ছ কেন? মেয়ে তোমার সুখেই থাকবে।

রাখাল। তা বটে, বাইজিদের সঙ্গে এক সঙ্গে মজরোয় তাল দেবে, তা ঠিক।

হারু। আরে পাগল নাকি! এসো হে, আর দেরি নয়।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

তপকেশ্বরের মন্দির,—কাল উষা।

সাজিহস্তে গীতার প্রবেশ ও (গীত)

আমার বুকের গোপন ভাষা তোমার বুকে বাজবে কি,
তোমার দোলন মনের দুয়ার প্রভু আমার কাছে খুলবে কি,
তোমার চোখের ইসারাতে মন ভবে যায় কল্পনাতে
　　তোমার পাষাণ-হিয়ার পরশটুকু
　　আমার নীরব হিয়ায় লাগবে কি।
আমি চাইছি যত বারে বারে আমায় ততই রাখ অন্ধকারে
তোমার স্বরূপ মূর্ত্তিখানি আমার প্রাণে ভরবে কি।

গীতা। হে দেবাদিদেব মহেশ্বর, নাও প্রভু, আমার পূজার অর্ঘ্য নাও; আজ ক'দিন পরে লুকিয়ে তোমার পূজা কর্ত্তে এসেছি, জানি না কোন্ পাপে আমার নিত্য পূজা বন্ধ হ'ল। প্রভু কোন্ অপরাধে আমার পূজায় বিমুখ হ'লে দেব। ওগো দেবতা, তোমরাও কি নারীকে ঘৃণা করো? নারীর কি প্রাণ নেই? তবে কেন নারীর

প্রতি বিমুখ হয়ে আছ দেব ? দেবতাও কি পক্ষপাত-দোষে দোষী হন ? এই কি সত্য বাণী ! এই কি বিশ্বাস করবো ? ও মা এ আমি কি কচ্ছি গো। ফর্শা হয়ে এলো যে ; কে এখুনি কোথা থেকে দেখে ফেলবে যে, না, আর নয়, এইবার পালাই (প্রস্থানোদ্যত)। ও মা ও কে গো, হন হন করে এই দিকেই আসছে যে ; তাই তো, কি করি এখন ? যাই কি করে, মহামুস্কিল হ'ল ত ; হে মহাদেব, হে শঙ্কর, তোমার পূজা কর্ত্তে এসে যেন বিপদে না পড়ি। ওমা, এসে পড়লো যে গো ; যাই তবে ঠাকুরের পেছনে গে লুকুই। (অন্তরালে অবস্থিত)।

[লোকের প্রবেশ, প্রণাম ও প্রস্থান।

গীতার পুনঃ প্রবেশ

গীতা। যাক, বাঁচা গেল যে আমায় দেখতে পায়নি, কিন্তু কে এই যুবকটী ! কোথায় থাকে এ,—কই এ গ্রামে দেখিনি তো কখনও। ও যেই হোক, কিন্তু বেশ সৌম্য মূর্ত্তি, বেশ সুন্দর চেহারা। দূর ছাই, কি ভাবছি তার ঠিক নেই, ও সুন্দর হোক যাই হোক, আমার তাতে কি ? আমি হিন্দু ঘরের মেয়ে, কোন কথা মনে আনা পাপ, দ্বিচারিণী হওয়ার মত পাপ যে আর নাই ঠাকুর। এই থেকে আবার যে কত জন্ম ঘুরে মর্ত্তে হবে প্রভু। হে ভগবান, আমায় রক্ষা করো। আমি যেন নির্ব্বিকারে

পিতামাতাকে সুখী কর্ত্তে পারি; আমার জন্য তাঁরা বড়ই উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছেন, তাঁদের মনে যেন শান্তি দিতে পারি। ঐ না আবার কে আসছে। না, ও গয়লাবউ, তাই রক্ষে।

(গয়না-বউয়ের প্রবেশ ও মন্দিরতলে দুগ্ধ দান)

গঃ বউ। ওমা, গীতা-দিদি যে গো। তুমি হেথাকে রইচ আর আমাগোর জমিদার-প্রভু যে এখনি এধারকে গেলেক গো; বলি তুমারে দেখেকনি তো গো?

গীতা। কি বল্লি গয়লা-দি, জমিদার! অ্যাঁ, সত্যি নাকি, ঐ তোদের জমিদার? চিনিস ওকে তুই?

গঃ বউ। হেই মা, দি-মণির কথা শুন, তিনিই বটেক গো, তিনিই বটেক। ওনারে চিনবোক নি ক্যানে গো; মরা যে ওনার খাস পরজা হই গো, মুই লিত্যই যে ওনারে দুধের যগান দিতি যাই গো।

গীতা। তা নয় হ'ল, এই ভোরবেলা জমিদার মানুষ আয়েস করে বিছানায় পড়ে থাকবে, তা এধারে আসবে কেন? ও তুই কাকে দেখতে কাকে দেখেছিস।

গঃ বউ। কও কথা, দি'মণি ঝেন কি? উনি যে রোজ ভোরে এধারকে হাওয়া খাতি যান গো, ঘুমাবেন ক্যানে।

গীতা। হেঁরে গয়লা-দি ওর যে রকম বদনাম শুনেছি, কিন্তু ওকে দেখলে তো তা মনে হয় নারে? বরং বেশ ভাল বলেই মনে হয়, কেন বল্ তো?

গঃ বউ। তা দি-ঠাকরুণ বলতে লারবো ; মরাতো ওনার ঘরকে কখনও যাই নি দিদি, তবে উনি গরীবের মা-বাপ বটেক। ক্যাবল ইস্তিরির যম গো, ইস্তিরির যম, না দি-ঠাকরুণ, আর মই দাঁড়াবুনি বেলা হয়েলো, ঝটকর‍্যা দুধের যগানটা দে আসি, আপুনি ঘরকে যাও।

[প্রস্থান।

গীতার আত্মগত ভাবে গীত।

জমিদারের পুনঃপ্রবেশ ও গীতার পশ্চাতে নীরবে অবস্থিত।

আমি অঞ্জলী দিব চরণে তোমারি
আমারই রূপরাশি
নিবেদিব-সব নিরালে বসিয়া
কত ভালবাসা বাসি
আমি ভকতি-কুসুমে হৃদয়েরি ডালা
ভরিয়া এনেছি গাঁথিবারে এ মালা
প্রণয়ের হার দিয়া তব গলে
হইব তোমারি দাসী।

গীতা। না ; আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি ? এ আমি কি কচ্চি। তাইতো, অমন সুন্দর সৌম্য মূর্ত্তি যার, তার প্রাণে এত গরল পোষা আছে ! ভগবান তোমার মহিমা বোঝা ভার, মরুকগে, আর ভাবতে পারি নে। না আর একটুও দেরি করা হবে না, যাই, হয় তো মা-বাবা ভাবছেন। হে ভগবান দেবাদিদেব !

[প্রণামপূর্ব্বক উঠে দাঁড়াতে পিছনের লোকটীর সঙ্গে চোখোচোখি।
গীতা ঈষৎ কম্পিত চকিত হয়ে ওমা, সেই যে!

পাশ কাটিয়ে দ্রুত প্রস্থান।]

কেতকী। বাঃ বাঃ, কি সুন্দর রূপ, কি সুঠাম ভঙ্গী, আর কি মধুর কণ্ঠস্বর, কাদের মেয়ে এটী, কই কখনও দেখিনি তো? আমাদেব স্বজাতি নয় কি? এখনও অনূঢ়া বলেই তো মনে হ'ল; যদি তাই হয় তবে নিশ্চয়ই ওকে বিয়ে করবো; শঙ্কর, শঙ্কর, আমি পাত্রীর জন্য বড়ই ব্যাকুল হয়েছিলাম, তাই বুঝি ঘরে বসেই পাইয়ে দিলে প্রভু। কিন্তু,—কিন্তু ক'দিনের জন্যই বা অমন সুন্দর ফুলটী তুলবো। হুঁ, দুর্, কি ভাবছি—তার ঠিক নেই। হাঁ রূপসী তা স্বীকার করি; না; ছি, ধিক আমায়? ও নারী, নারীর রূপে মুগ্ধ হব? না, কখনও না, কিছুতেই না; আমার প্রতিজ্ঞা কখনও টল্‌বে না। কিন্তু ওর যে সন্ধান নিতে হবে।

(গান করিতে করিতে ঋত্বিকার প্রবেশ)

কিবা মধুর চলন মধুর গমন
মধুর নূপুর পায়,
মধুর চাতুরী মাধুরিমা হেরি
পুলক পশিছে কায়

তুমি অরূপের রূপ অসীম স্বরূপ
প্রাণ সমর্পিতে চায়
তব চরণের আশা দারুণ পিপাসা
নিরাশা ক'রনা তায়।

কেতকী। (কপাল চাপিয়া) ওঃ ওঃ, কে এরা মায়াবিনী, সর্ব্বনাশী, সংসার গ্রাস কর্ত্তে চাইছে ?

ঋত্বিকা। ওহে ভ্রান্ত যুবক, নিজের মনকে ঢাকা দিয়ে যাও, ঐ মাধব ভট্টাচায্যির বাড়ী সন্ধান নাও, মিলবে।

[প্রস্থান।

কেতকী। ও তাই নাকি! তবে আর যায় কোথা ? ব্যাস্, একটা ভাবনা কেটে গেল। যাই সন্ধান নিইগে ; কিন্তু ও যেন কি কি সব বলছিল না ? দূর—ফের, ঐ সব দুর্ব্বলতা এসে জড়ো হবে,—না, যাই আর নয়।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গ্রামের একাংশ—বুড়া বটতলা।

পাগলিনীর প্রবেশ

পাগলিনী। হা, হা, হা! আমি পাগল, সবাই বলে আমি পাগল, আমিও ভাবি আমি পাগল। কিন্তু সেই আমি কে,—শোন বলি শোন; আমি জ্ঞানস্বরূপ চিন্ময় নির্ব্বাকার দ্রষ্টা পুরুষ। যিনি জানেন তিনিই চৈতন্য বা বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আমি। হা, হা, হা, তোরাই সব পাগ্‌লা জগৎবাসী, সব পাগল। যারা অন্ধের মত কথা কয় তারা পাগল নয় তো কি শুনি? প্রগতির গতি দেখে কেঁদে মরছো? তবে ভারতমাতা জাগো জাগো ক'রে গলা ভাঙ্গতে কে বলেছিল শুনি। যদি আমায় দেখে কেঁদেই মরবি, ভয়েই মরবি, তবে আমায় ডাকলি কেন? ঐ শোন্ জগৎপালিনী দুর্গা কি বলছে শোন্— ও, তোরা সেই মহাশক্তিকে দেখতে পাচ্ছিস্‌নে বুঝি? তা কি করেই বা পাবি বল; একখানা খড়মাটি দিয়ে দশটা হাত বার ক'রে পুতুল না দেখালে তো হবে না। সব অন্ধ কি না? কানা হ'লেও বা হত। আরে পাগল, সহস্রলোচন কেন, না যে রাজা হয়ে বসবে তার যেন

সহস্র দিকে নজম থাকে। ত্রিনেত্র কেন, না সত্ত্ব রজঃ তম। চতুর্ভুজ ; হা, হা, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তাও বোঝ না। রাবণের দশমাথা কেন ? তার শক্তির পরিচয় রে, শক্তির পরিচয়, তোদের দশটা মাথা, তার একটা মাথার সমান। দুর্গা দশ শক্তির অধিকারিণী ব'লেই দশ হাত, আরে পাগল আবার আমায় বলে ! পাগল তো তোরাই, নইলে এই সহজ কথাটা বুঝতে পারিস নে, তবে আর সকলে তোদের দেবদেবী ও মন্ত্রতন্ত্রের উপহাস কর্ব্বে না তো কি ? পূজো কর্ত্তে হয় করে যাস্, গঙ্গা জল ছড়াতে হয় ছড়াস, গরু ভগবতী বলতে হয় বলিস, হা, হা, ধানকেও তোরা ঠাকুর বলিস, না ? ওরে ভ্রান্ত মন, ভেবে দেখ, ভেবে দেখ, ভাল করে তলিয়ে বুঝে দেখ, কোথায় এদের দেবত্ব। দশ হাত দশ মুণ্ডের অর্থ কি ভাব আগে, তার পর আমায় পাগল বলিস। ওমা, তোমরা বাঙলার মেয়ে বুঝি ? তাই তোমাদের মুখগুলি স্বর্গের শোভায় উজ্জ্বল; ওগো শোন্ শোন্, তোরাই দেবী গো, তোরাই দেবী, একথা ভুল্লি কেন ? তাই তো বঙ্গভূমি শ্মশান ক'রে স্বামীর বুকে উলঙ্গ নৃত্যের উদ্‌যোগ চলছে। লক্ষ্মী আর সরস্বতী দুই সতীন—একজন এলেই আর এক জন চলে যাবে, এ, তো জানা কথা। সব লক্ষ্মীছাড়া হয়েছে, ভয় কি, মাঠে যাও মা'র দেখা পাবে। খোল, খোল মা, জুতো খোল, শিবের বুকে বড় লাগবে যে ;

ঐ শোন, সতীর পতন ; শিবের তাণ্ডব নৃত্য ; হা, হা, হা, দক্ষরাজা অজমুণ্ড নিয়ে ঘুরে মর্—। আমি যাই দেখিগে, মা আমার কোথায় জন্মালেন।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হাটের পথ— ঋত্তিকা ও কাপড়ওলা

ঋত্তিকা। এই নাও বাছা, তোমার কাপড়ের গাঁট, সাবধানে রাখ, মোদ্দা আর অমন কাজ কর না।

পাপ-ও। মা, মা, তোমার জয়-জয়ঙ্কার হোক ; আর কখনও করব না।

[প্রস্থান।

(পতাকা-হস্তে কতকগুলি নর-নারীর প্রবেশ)

প্রঃ যু। চল চল, সব পা চালিয়ে চল, হাটের বেলা হয়ে গেল, এতক্ষণ কেনা-বেচা আরম্ভ হয়ে গেছে, এই-সময় গিয়ে না পড়লে কোনও ফল হবে না।

প্রঃ নাঃ। আমিও তো সেই কথাই এতক্ষণ সঙ্গীতেশ্বরকে বলছি।

দ্বি না। ও ভাই শুভ্রকণা দেখ ভাই, কে একজন সন্ন্যাসিনী

মেয়েদের কাছ থেকে বিদেশী কাপড়ের গাঁটটা কেড়ে নিয়ে যার কাপড় তাকে দিয়ে দিলে ; ঐ দেখ, চেয়ে দেখ।

সকলে। কে রে কে রে, কই কার এত বড় আস্পর্দ্ধা, দাঁড়াও।

ঋত্তিকা। এই যে দাঁড়িয়েই আছি, কেন তোমরা গরীবের উপর অত্যাচার ক'রে নাম কিনবার চেষ্টা কচ্ছ। ওর হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি আর মুখে রক্ত-ওঠা পয়সার মূল্য কে দেবে শুনি ? যাও না, গোড়ায় বন্ধ করগে না, কাজ হবে।

শুভ্রকণা। দেখুন, আপনি সন্ন্যাসিনী, সন্ন্যাসিনীর মতই থাকুন, আমাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর্ত্তে আসবেন না, বিপদে পড়বেন।

ঋত্তিকা। তা নয় প'ড়লুম। বলি এই সকাল বেলা ঘর-সংসার চুলোয় দিয়ে সং সেজে সব চলেছ কোথায় শুনি ?

সকলে। আমরা স্বদেশ রক্ষা কর্ত্তে চলেছি।

ঋত্তিকা। হা, হা, হা, পাগল, পাগল, মাথা খারাপ হয়েছে দেখছি। বলি পোরে আছ তো যত জাপানি আর বোম্বাইয়ের মাল, সেটা কি তোমাদের বাবার দেশ—না মায়ের দেশ গো ? পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত সব তো বিদেশীর অনুকরণ করেছ ; বিদেশীতে জোরে জোরে হাড় পর্য্যন্ত যে ছাড় ছাড় হয়েছে, তোমাদের সাধ্য কই স্বদেশী হতে, শক্তি কই স্বদেশী হবার ?

সকলে। চল চল, পাগলামী শোনবার টাইম নেই, চল সব।

ঋত্তিকা। হ্যাঁ তা তো বটেই, চোখে আঙ্গুল লাগছে কিনা? বলি এই যে তোমার পাঁচ-সাতটী ছেলেমেয়ে মিলে হুজুগে মেতেছ, বল দেখি তোমরা কোন্‌টী কি জাতের ছেলে? জাত-ব্যবসা তো বহুদিন স্বদেশীর আগে ছেড়েছ। তোমায় তো বামুনের ছেলে বলে মনে হচ্ছে। বা বা, দিব্যি সাজে সেজেছ তো মণি। কেমন শাদা ধপ্‌ধপে পৈতের উপর লাল লুঙ্গিটীর মরি কি বাহারই খুলেছে, মাথায় বুল্‌-বুলির ঝোটনেরই বা বাহার কত, আহা এমন নইলে কি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ মানায় গো, ওমা, এ যে দেখছি যদু কামারের ছেলে; আরে আরে, তুই যে একেবারে বাবু বনে গেছিস রে, তোর বাপ কিন্তু হাতুড়ী পিটেই মরছে। তুই না গয়া-ধোপার ব্যাটা! আরে গেল যা, আস্পর্দ্ধা দেখ, একেবারে বামুনের মেয়ের হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে। সরে দাঁড়া ব্যাটা, সরে দাঁড়া।

লীলাম্বুজ। জানেন ও বিয়ে পাস।

ঋত্তিকা। তাতে কি ও পীর হয়েছে নাকি? শিক্ষার যদি মর্য্যাদা বুঝিস্ না, বই তবে ছুঁস কেন?

জলেন্দু। জানেন হরিজনের দিন এটা।

ঋত্তিকা। হ্যাঁ তা খুব জানি, সেই জন্যেই তো সব ধরে আন্‌তে গিয়ে বেঁধে আন্‌ছ; আহা এমন নইলে বুদ্ধি; বলি ও সব একাক্কারই যদি করবে, তবে ঐ উড়ে মেড়ো

ও অপর জাতের মধ্যে মর্ত্তে যাচ্ছ কেন? নিজেদের মধ্যেও তো ছত্রিশ জাত আছে, তাতে কি মন ওঠে না?

শুভ্রকণা। চল না সব, বৃথা দেরী করছো কেন? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সন্ন্যাসিনীর বুক্‌নি শুনলে কাজ হবে কখনও।

ঋত্তিকা। ঠিক বলেছ মা, লেখাপড়া শিখে কোথায় গার্গী, মৈত্রেয়ী হবে, কোথায় চিন্তা দময়ন্তী সাবিত্রী বেহুলা হবে, না সকাল বেলা ঘরে বুড়ো-মা শাশুড়ীর ঘাড়ে সব সংসার-ধর্ম্ম ফেলে দিয়ে চূড়ান্ত স্বদেশী করে বেড়াচ্ছ। সোমত্ত সোমত্ত মেয়ে সব পুরুষের হাত ধরে ঘুরে বেড়াতে লজ্জা করে না? আত্ম-সম্মানে আঘাত লাগে না? ধিক্ অমন নারীজন্মে; মা, মা, বসুন্ধরা গ্রাস কর মা এই সব প্রবৃত্তির দাস নর-নারীকে, একেবারে গ্রাস করে ফেল মা।

[প্রস্থান।

সকলে। পাগল, পাগল, চল সব, আর দেরী কোরো না।

[প্রস্থান।



তৃতীয় দৃশ্য

কেতকীভূষণের খাসকামরা

কেতকী ও অলসরাম

অলস। বল কি হে, গ্রামের মধ্যেই এমন বয়স্থা পাত্রী রয়েছে, আর ব্যাটারা কি না পাত্রী পায় না, যত সব কুড়ে নেমকহারাম জুটেছে, দাও ব্যাটাদের টিকি কেটে বিদেয় ক'রে।

কেতকী। দেখ্‌ছো তো, যেটী আমি নিজে না কর্‌বো সেটী আর হবে না।

অলস। তা ঠিক্, তোমার মত কাজের লোক ক'টা দেখা যায়!

কেতকী। সে কথা এখন থাক্, বলি ভট্টাচার্য্য-খুড়োকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছ তো?

অলস। নিশ্চয়ই, একটুও গাফিলি করিনি। অলসরাম তা ব'লে কুড়ে নন, ঐ নামেই যা মাটি করেছে, খুড়ো এলেন বলে। ঐ যে নাম কর্ত্তে কর্ত্তেই খুড়ো এসে উপস্থিত; প্রণাম হই খুড়ো, আসুন আসুন, বসুন এই খাটখানায়।

মাধবের প্রবেশ ও উপবেশন

মাধব। মঙ্গল হোক। আজ্ঞে আমায় ডেকেছেন কি?

অলস। হ্যাঁ, ডেকেছেন বই কি? নিশ্চয়ই ডেকেছেন; আপনার ভালর জন্যেই ডেকেছেন, এখন শোনা-না-শোনা আপনার ইচ্ছা।

মাধব। সে কি কথা। উনি প্রভু, মা বাপ, ওঁর দয়াতেই বেঁচে আছি, কি আদেশ বলুন, মাথা পেতে নিচ্ছি।

কেতকী। হ্যাঁ জানি, খুড়ো চিরদিনই আমার খুব বাধ্য; তা কথাটা খুড়োকে তুমিই খুলে বল, অলস।

অলস। এর আর বলাবলি কি, ওঁর তো পরম সৌভাগ্যই বল্‌তে হবে যে এমন রাজার শ্বশুর হ'য়ে গ্রামের সকলের মাথায় পা দিয়ে চল্‌বেন, তোমার মহত্ত্বের তো দেখছি অন্ত নেই, চিরদিনই তুমি গরীবের মা-বাপ, কেমন খুড়ো ঠিক বলিনি? এমন জামাই কি সহজে মিলে!

মাধব। (স্বগতঃ) ঐ রে সর্ব্বনাশ কল্লে; কোন্‌ ব্যাটা বলে দিয়েছে রে) (প্রকাশ্যে) অ্যা কি বল্‌ছ, "জামাই"? ভাল বুঝতে পাল্লুম না অলস?

অলস। আরে আচ্ছা বোকা বামুন তো, আমাদের রাজা মহাশয় আপনার কন্যার পাণিগ্রহণ কর্ত্তে চান বুঝলেন।

মাধব। সে কি ক'রে হয়। উনি হলেন রাজা, আমি দরিদ্র-ব্রাহ্মণ, আমার সাধ্য কি ওঁকে জামাই করি।

অলস। খুব পারেন, বলি তখন কি আর ঐ দারিদিরি দশা থাকবে; রাজার শ্বশুর—অম্নি যে-সে কথা নয় খুড়ো, যে-সে কথা নয়, ভারি বরাতজোর আপনার।

মাধব। আজ্ঞে সে কথা ঠিক; তবে—তবে কিনা উপস্থিত আমার কোনও বিবাহযোগ্য কন্যা নাই কি না? হ্যাঁ, ইয়ে হয়েছে, সে কন্যার বিয়ে হয়ে গেছে, তা কি

বলছিলাম—এই বিয়ে হয়ে গেছে বাবা, হ্যাঁ আজ তবে উঠি বাবা। একটু তাড়াতাড়ি অন্যত্রে বরাত আছে।

কেতকী। সে বরাত-টরাত কাল সারবেন খুড়ো, আজ আমার কথার উত্তর দিন, আমার সঙ্গে বেশী চালাকি কর্ত্তে যাবেন না, বিপদে পড়বেন। জানেন আমি আপনার অনূঢ়া কন্যাকে দেখেছি, আর বেশ ক'রে খোঁজও নিয়েছি, কোথাও তার বিয়ের প্রস্তাবও হয়নি; আমার সঙ্গে ধাপ্পাবাজী কর্বেন না, বিপদে পড়বেন। ওসব হেঁয়ালীর কথা ছেড়ে দিয়ে স্পষ্টই শুনুন, আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ কর্ত্তে চাই, শুধু চাইই নয়, কর্ব্বোই, এখন আপনার মত কি?

মাধব। আজ্ঞে, আপনি রাজা, আপনার বিবাহের ভাবনা কি? কত লোক পায় ধরে সাধাসাধি কর্ব্বে, আমি দীন ভিখারী, আমি কি সে স্পর্দ্ধা কর্ত্তে পারি।

অলস। খুব পারেন; আলবাৎ পারেন, পারেন তো পরের কথা, পেরে বসেছেন, যান যান বাড়ী গিয়ে খুড়ীকে বিয়ের যোগাড় কর্ত্তে বলুন গে।

মাধব। আজ্ঞে, আমি অন্যত্রে কথা দিয়েছি, কথার খেলাপ করি কি ক'রে, আজ তারা আশীর্ব্বাদ কর্ত্তে আসবে।

কেতকী। দেখুন মাধবখুড়ো, আমি বুঝি সব, যদি ভাল-ইস্তেক কথা না শোনেন, তবে আমি জানি কেমন ক'রে অবাধ্য প্রজাকে বাধ্য করাতে হয়।

অলস। খুড়ো, কাজটা ভাল কচ্ছেন না। আপনি তো খেতেই পান না, বলি এমন সৌভাগ্য যদি পায় ঠেলেন, পস্তাতে হ'বে বাবা। আমাদের রাজা-মহাশয়ের আরো সব শ্বশুরকে দেখেছেন তো ? কেমন সুখ-সৌভাগ্যে দিন কাটাচ্ছেন ? কি মজা করে তোফায় বাস কচ্ছেন তাঁরা, গেলেই বা তাতে একটা মেয়ে। বলি বাড়ীর আর পাঁচজন তো সুখে থাকবে। ধরুন যদি মেয়েটী হঠাৎ রোগেই মরে যায়, তখন তো মূলেই হাবাৎ হবেন। যান, যান, অমন আহাম্মুখী কাজ না ক'রে বিয়ের যোগাড় করুন গে।

কেতকী। যোগাড় ওঁকে কিছুই কর্ত্তে হবে না, খালি কন্যা সম্প্রদান কল্লেই হবে।

অলস। ঠিক, ঠিক, সে কথা ভুলেই গিছলাম। সব এখান থেকেই যাবে, কেবল আপনি বাড়ী গিয়ে খুড়ীকে বরণ-ডালা সাজাতে বলুন গে।

মাধব। দেখুন, আমায় মাপ করবেন, ওর বিয়ে দেব না মনস্থ ক'রেই ওকে ব্রহ্মচারিণী আশ্রমে রেখে শিক্ষা দিয়েছি ; নইলে কার ঘরে অত বড় আইবুড়ো মেয়ে ধরা আছে দেখান দেখি ?

কেতকী। থামুন ভটচায, বৃথা বাক্যব্যয়ে আর কাজ নাই। তিন দিন সময় দিলাম, যান বাড়ী যান, আমায় চটালে ফল ভাল হবে না, জানেন তো ?

মাধব। খুব জানি মশাই, বড়লোকের অত্যাচার সইতেই গরীবের জন্ম হয়েছিল। আমি সইলাম, ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

ঋত্তিকার গান করিতে করিতে প্রবেশ।

উমারে আমায় নিতে ঐ এসেছে নটরাজ
বিমল জ্যোছনা আঁধারে ঘেরিল
মলিন শারদ চাঁদ।
অঝোরে কাঁদিছে পাখী, বিষাদে মলিন আঁখি
গগনে পবনে নৃত্য করিছে, বিশ্বে বিরহ সাজ
টুটিল মুকুতা হার, ঝরিল নয়ন ধার
ভক্তের মন-কুসুমের মালা, হৃদয়ে শুকাল আজ।

ঋত্তিকা। শুধু আজ নয়, মাধবঠাকুর চিরদিনই এই নিয়ম চ'লে আসছে। সৃষ্টির আদি হতেই প্রবলের অত্যাচারে দুর্ব্বল পীড়িত হচ্ছে। বহুদিন থেকেই এই দুর্ব্বলা নারীর প্রতি সবল পুরুষ অত্যাচারী। অত্যাচার করে বাহাদুরী নেওয়াও পুরুষের ধর্ম্ম, কিন্তু এদিন রবে না চিরদিন। যাও মাধব, বাড়ী ফিরে যাও।

মাধব। যাই মা, ভাগ্যই সব।

[প্রস্থান।

পুনঃ ঋত্তিকার গীত।

কোন্ রঙের রাগে বাদলধারা
রাঙ্গিয়ে তোল গো

ছুটোছুটি বনের পথে, দোলন হাওয়া মনের সাথে
মনভুলান কোন্ রূপে আজ
মাতিয়ে তোল গো।

[প্রস্থান।

কেতকী। কে, কে ঐ নারী ? নূতন রূপে উল্কার মত আমার পিছে পিছে ঘুর্‌ছে। ও কে, সর্ব্বনাশী রূপ ধরেছে ?

অলস। উনি ব্রহ্মচারিণী আশ্রমের সেবিকা মহিমময়ী তেজস্বিনী দেবী।

কেতকী। হুঁ, বুঝেছি এবার চল ভিতরে যাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মাধবের অন্তঃপুর।

মাধব ও গিন্নি।

মাধব। এখন কান্না রেখে কি উপায় করি তাই বল গিন্নি! কাঁদলে কোনও ফল হবে না।

গিন্নি। ও গো মা গো, আমি কোথায় যাবো গো, আমার বড় সাধের গীতাকে আজ রাক্ষসে ধরে খায় গো

মাধব। আঃ, কি জ্বালাতেই পড়লাম গো, বলি শুধু শুধু গলাবাজি করে মরছ কেন, একটু স্থির হও না।

গিন্নি। ওগো গীতার ভাগ্যে শেষ এই ছিল গো—ও—ও—ও।

মাধব। আরে গেল যা, এ তো ভাল বিপদেই পড়লাম গা। কোথায় এলাম দুটো পরামর্শ কর্ত্তে, তা মাগী চেঁচিয়েই মল—যাই, ফের হারুদার কাছেই যাই, দেখি কোনও উপায় হয় কি না। (প্রস্থানোদ্যত)

গীতার প্রবেশ।

গীতা। বাবা, হাবুল-কাকা এসেছেন দেখা কর্ত্তে। কি বলব ?

মাধব। সর্ব্বনাশ কল্লে ; হাব্‌লাকে আজ টাকা দেবার কথা ছিল, মনের ভুলে টাকার তো কোন যোগাড়ই কর্ত্তে পারিনি, এখন ওকে ফেরাই কি ক'রে ; মা গীতা, তুই বলগে যা মা, বাবা বাড়ী নেই, আজ আসবেন।

[গিন্নির প্রস্থান।

হাবুলের প্রবেশ।

হাবুল। ওকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না দাদা, তোমার চালাকি বুঝতে পেরেছি। বলি আজকাল পূজো ছেড়ে এসব জুচ্চুরি ব্যবসা ধল্লে কবে ?

মাধব। দেখ হাবু, কারে পড়েছি বলেই কি গালাগালি দিতে হয় ভাই, টাকাটা আজ যোগাড় হয়ে ওঠেনি তাই বলছি।

হাবু। ও সব কথা আর শুন্‌তে চাই না, যদি ভাল চাও তো টাকা-কটা ফেলে দাও, নইলে শ্রীঘর তোমার জন্য নাচ ছে।

মাধব। ভাই, টাকা যে আমি নিইনি তা তো মনে-প্রাণেই জান, শুধু জামিন হয়েছিলাম মাত্র, তাও আমি দেব না বলিনি ; আজ মনটা ভাল নেই, তার ওপর জমিটা বেচতে খদ্দেরও পেল্লাম না, তাই টাকার যোগাড় হয়ে উঠেনি, আর দুটোদিন সবুর কর, সব মিটিয়ে দেব।

হাবু। ঢের সবুর করেছি আর নয়, ভদ্রতারও একটা সীমা আছে তা জান ; এখন সহজে যে আদায় হবে না তা বুঝলাম, আমিও তার ব্যবস্থা কর্ত্তেই চল্লাম।

[প্রস্থান।

জমিদারের পাইকের প্রবেশ।

পাইক। মাধব-ঠাকুর, কাল যে আপ্‌নে আউর শিবজীকী মন্দিলমে মাৎ ঘুসিয়ে, দুস্‌রা পূজারী বন্দোবস্ত্‌ হো গিয়া।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

মাধবের বৈঠকখানা।

হারু মুকুয্যে ও মাধব।

হারু। কই হে মধু, তামাক কই ? সারা দিনটা বৃথাই ঘুরলাম দাদা, কোনও কাজ হ'ল না ; তোমার জমিটার জন্যে

একটাও খদ্দের পেলাম না হে যে জমিটা কেনে। জান হে, এ সব সেই জমিদারের চাল, মনে করেছে এতেই তুমি ভয় পেয়ে রাজি হবে।

মাধব। আজ চাকরিতেও বরখাস্ত হলুম দাদা, এখন কি খেয়ে বাঁচবো তাই ভাবছি।

হারু। সত্যি নাকি? তবে আর বলতে হবে না, সব বুঝেছি এ সব কার কাজ। কিন্তু তোমায়ও বলে রাখছি মাধব, হারু মুকুয্যে ছাড়বার পাত্র নয়, সেটা এবার বেশ করে বুঝিয়ে দেবো।

মাধব। কিন্তু আমার উপায় কি হবে দাদা?

হারু। উপায় তো হয়েই গেছে; আমার কথা কি বড়তরফ ঠেলতে পারেন, এককথায় রাজি হয়ে গেলেন; পরশু অমাবস্যে, তারপর দিন বিয়ে, সব ঠিক করেই এসেছি।

মাধব। কিন্তু দাদা, এদিকে বড় মুস্কিল বেধেছে, জমিদার যে গীতার সন্ধান পেয়েছে। শুধু তাই নয়, আমায় ডেকেও পাঠিয়েছিলেন বিয়ের কথা বলবার জন্যে, আমি রাজি হইনি বলেই না চাকরি গেল, আর এই সব বিপত্তি হচ্ছে।

হারু। অ্যাঁ বল কি? কে দিলে হে সংবাদ?

মাধব। ঈশ্বর জানেন, দাদা, আমায় তো মাত্র তিন দিনের সময় দিয়ে বিদেয় করেছে। তারও দেখতে দেখতে

একটা দিন কেটেই গেল ; এখনও ভেবে কিছু ঠিক কর্ত্তে পাল্লাম না দাদা।

হারু। তবে আর দেরি নয়, আজ ভোরেই তবে চলে চল, একবার সেখানে গিয়ে পড়তে পাল্লেই নির্ভাবনা হবে। তবে এই কথাই রইল, এখন তবে উঠি, তুমিও গোছগাছ করগে।

[প্রস্থান।

গিন্নির প্রবেশ ও উপবেশন।

গিন্নি। মা গো, এমন ভাগ্যও করেছিলাম যে শেষে ভিটেছাড়া হয়ে মেয়ে নিয়ে লোকের দ্বোরে দ্বোরে ফিরতে হ'ল, উঃ।

মাধব। সকলি অদৃষ্ট গিন্নি, সকলি অদৃষ্ট ; মনে করেছিলাম পশ্চিমের জমিটা বেচে দেনা শোধ করবো ; তা বরাত-ক্রমে খদ্দের জুটল না। আবার শুনছি মিথ্যা খাজনার দায়ে আমার জমিজমা, বাগান-পুকুর, মায় বসতবাটী পর্য্যন্ত নিলামে উঠবে। আমি ধনে-প্রাণে মলাম গিন্নি, এখন পালাই চলো, নইলে জোর করে মেয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে কর্ব্বে, মানইজ্জৎ সব যাবে।

গিন্নি। হা ভগবান, শেষে এই কল্লে ঠাকুর ; মা হয়ে কোন্ প্রাণেই বা রাক্ষসের মুখে সন্তানকে তুলে দিই, আর ইটে-ভিটে সব গেলে ছেলেপুলের হাত ধরে দাঁড়াই বা কোথায় ; হরি দয়াময়, কোন্ পাপে এমন করে অকূলে ভাসালে হরি!

মাধব। হুঁ এদিকে শুনেছি বড়তরফের জমিদার চরিত্রহীন, লম্পট, বদমায়েস ; সেই জন্যে আজও বিয়ে করেনি, আর বিয়ে কল্লেও স্ত্রীর সঙ্গে ওদের বংশের ধারা অনুযায়ী কোনও সম্বন্ধই রাখবে না।

গিন্নি। ওমা বল কি গো ? তারি সঙ্গে আমার গীতার বিয়ে হবে ? তার চেয়ে বিষ দাও খেয়ে মরি।

মাধব। আর ভাববার সময় নেই গিন্নি, সব প্রস্তুত ; ভোরেই রওনা হতে হবে। আমি একবার হারুদার কাছ থেকে ঘুরে আসি।

[প্রস্থান।

গিন্নি। যাই, ভেবে তো কূলকিনারা পাবো না, তখন যাবার যোগাড়ই করি গে। শুনেছি ভগবান মঙ্গলময়, যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

গীতার কক্ষ— চিন্তামগ্না গীতা।

গীতা। ছি, ছি, ধিক নারীজন্ম ! ঈশ্বর, কোন্ পাপে হিন্দু নারী করে আমায় পাঠালে দেব। হায় অসহায়া নারী, জগতের কোনও কাজেই কি স্ব-ইচ্ছায় লাগতে পার না। অধিকন্তু যার কাছে থাকো সেই বিপদগ্রস্ত হয়।

হায় আজ আমার জন্য আমার পিতামাতা কি মর্ম্মান্তিক কষ্টই না পাচ্ছেন। আমার জন্যই তাঁরা আজ দুঃখের সাগরে ভাসছেন। আচ্ছা, সত্যই কি নারী এতই অপদার্থ, ইচ্ছা কল্লে কি প্রতিকার করা যায় না? তবে বৃথা কি এতদিন ব্রহ্মচারিণী-আশ্রমে শিক্ষা কল্লুম? তাপস-জননীর উপদেশমত কি চলতে পারবো না? ত্যাগের দ্বারা কি হিংসা জয় হবে না? প্রেমের স্নিগ্ধধারায় কি পাষাণ-ভিত্তি গলবে না? আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখিই না। নয় মরবো। মরণ তো হবেই, দুদিন আগে, নয় দুদিন পরে। আমি দেখছি জমিদারকে বিয়ে কল্লে সকল দিক রক্ষা হয়। পিতামাতা সন্তানের মায়ায় যেমন নিজেদের সকল সুখশান্তি জলাঞ্জলি দিয়ে থাকেন, সন্তানেরও কি সেইরূপ কোনও কর্ত্তব্য নেই? সেও কি অম্লি করেই স্বার্থ ত্যাগ কর্ত্তে পারে না? আচ্ছা, তাই কেন করি না; তা'হলেই তো সকল দিক রক্ষা হয়, বিপদ কেটে যায়। সাহস কি হয় না? কেন, ভয় কি? শুনেছি ও বড় নিষ্ঠুর; রমণীর প্রতি বড়ই অবজ্ঞা দেখায়,—সে যে অতি নির্য্যাতনে নারী বধ করে; আচ্ছা, এর কি কোনও প্রতিকার হয় না? এই দুর্ব্বৃত্তকে কি শাস্তি দেওয়া যায় না বা শান্ত করা যায় না? হায় নারী, শুধুই কি পড়ে পড়ে নির্য্যাতন ভোগ কর্ত্তে আর পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার আগুনে পুড়ে মর্ত্তেই তোমাদের জন্ম হয়েছিল!

ঋত্বিকার গান করিতে করিতে প্রবেশ।

গীত।

কেন আঁখিপাতে ঝরে জল
বেদনায় শুধু বেদনা রাখিয়া
ফুটে উঠে পলে পল।
অসহন ব্যথা বহি অহরহ, কেন অবহেলি সহি এ বিরহ
অনিমেষ আঁখি চায় গো রাখিতে বুকে তুলি অবিরল
শুধু ঝরে আঁখিজল।

ঋত্বিকা। না, না, দেবী ভীত হয়ো না। জগৎপালিনী মহাশক্তিও নারী, তাঁর কাছে পুরুষ অতি তুচ্ছ, সেকথা ভুলছ কেন? অগ্রসর হও, মহাশক্তি তোমার সহায় হবেন।

ঋত্বিকার গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

যাই যবে আমি রাখিবারে কাছে
ধরা নাহি দাও ধরে ফেলি পাছে
তবুও গোপনে মরমের কোণে, দিলে কিসে প্রতিফল
আজ রাখিয়া আঁখিতে জল?

[প্রস্থান।

গীতা। মা, মা, বিশ্ববিমোহিনী, অসুরনাশিনী, আমার সহায় হও মা, শক্তি দাও মা, তুমি সহায় হ'লে আর কাকে ভয় করি। কিন্তু—কিন্তু, বড় যে লজ্জা করে, বাবা-

মা তো সহজে রাজীও হবেন না। এর জন্য তাঁদের মনেও যে ব্যথা দিতে হবে। চারিদিকে যে নিন্দার স্রোত বয়ে যাবে? কিন্তু উপায় কি? ঘৃণা লজ্জা ভয়—সবই আমায় জোর করেই দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। অঙ্গে যখন বিস্ফোটক হয়েছে অস্ত্রোপচার কর্ত্তেই হবে, উপায় কি?

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাধবের কক্ষ—মাধব, গীতা ও গিন্নি।

মাধব। সব গোছান হয়েছে তো? কাল ভোরেই রওনা হতে হবে, কেউ না টের পায়। জমিদারের লোকে চারিদিকে খাড়া পাহাড়া দিচ্ছে পাছে আমরা পালাই; কেবল তপকেশ্বরের মন্দিরের ঘাটে কোনও পাহারা দেখলাম না; ঐ দিক দিয়েই আমরা পালাব।

গীতা। মা!

গিন্নি। কি রে? মা বলে থাম্‌লি কেন? কি বল্‌বি বল না।

গীতা। চিরকালের ভিটে ছেড়ে কোথায় যাব মা? বাস্তু ভিটেয় সন্ধ্যা পড়বে না, কি হবে মা গিয়ে?

মাধব। সাধ করে কি যাচ্ছি? ঈশ্বর মেরেছেন, কি কর্‌বো বল?

গীতা। মা, তোমাদের তো আমি একা মেয়ে নই, তোমার ছেলেরা কি অপরাধ কল্লে মা?

গিন্নি। ভগবান ওদের বাঁচিয়ে রাখুন, ওরা বড় হ'লে মানুষ হয়ে সব আবার কর্ব্বে মা!

গীতা। কি খেয়ে বাঁচবে ওরা, বাবার কাজটাও তো গেল।

মাধব। ভিক্ষা করবো ; ব্রাহ্মণের ভিক্ষায় তো লজ্জা নেই।

গীতা। মা!

গিন্নি। কি রে গীতা ? কি যেন তুই বল্‌বি বল্‌বি মনে কচ্চিস্। কি বল্‌বি বল না ?

গীতা। মা, আমাব জন্যে সকলে কেন কষ্ট পায় মা, আমার একার জন্য এতগুলি লোকে কেন কষ্ট পাবে মা ; বাবা বুড়ো হয়েচেন, এত দুঃখ কষ্ট ও'র সইবে না মা ; আমি তা কোনমতেই হতে দেব না। আমি কোথাও যাব না।

গিন্নি। কি কর্‌বো বল্, উপায় থাকলে কি আমাদের অসাধ মা, কার আর ইচ্ছে হয় অকূলে ভাসতে ?

গীতা। উপায় তো রয়েছে মা!

গিন্নি। কই আব আছে বল। তাহলে আর ভাবনা কি। ভেবে ভেবে ও'র শরীর এই ক'দিনেই যে রকম ভেঙ্গে পড়েচে দেখছি, জানি না অদৃষ্টে আরো কি আছে ?

গীতা। মা, মা, তোমরা যাই কর, আমি কিন্তু এখান থেকে এক পাও নড়্‌বো না। আমাকে এই জমিদারকেই,—না, না, তোমাদের সকল দুর্দ্দশার কারণ আমি ; আমা হতে এমন কাজ কোনও মতেই হবে না ; তাতে মরি আর বাঁচি। মা, মা, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমায় ঐ জমিদারের হাতে ছেড়ে দিয়ে, সকল দিক রক্ষা করো, নইলে আমি নিজেই আত্মহত্যা করে মর্‌বো।

উভয়ে। অ্যাঁ কি বল্লি? জমিদারকে ধরে দেবো। পাগল হলি নাকি ভেবে, ভেবে! যা, যা, রাত হ'ল ঘুমুগে যা, ভোরে উঠ্‌তে হবে।

গীতা। না মা, আমি সত্যই বল্‌ছি জানবে, আমি আমার জন্য আপনাদের সকলের কষ্ট সইতে পারবো না, আমি ইচ্ছা করেছি কোথাও যাব না।

মাধব। চুপ কর হতভাগা মেয়ে—আর জ্বালার উপর জ্বালা বাড়াসনি, শুগে যা, থাক্‌বি কোথায় তুই শুনি, সব তো নিলামে উঠছে, তার ঠিক আছে?

গীতা। আমায় ক্ষমা কর্‌বেন বাবা; আমি জানি কিসে সেই নিলাম রদ হবে। সকল দিক বিবেচনা করেই আমি এই স্থির করেছি; আর আমায় বাধা দেবেন না বাবা! আমিও এখন বড় হয়েছি, নিজের ভাল মন্দ বুঝতে শিখেছি, এখনও যে আমায় নিয়ে আপনারা যা ইচ্ছা তাই কর্বেন তা হবে না, আমি কোনও বাধাই মানবো না। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করুন, আমি কোথাও যাব না এখান থেকে।

মাধব। গিন্নি, গিন্নি, দেখছ তোমার মেয়ের কাণ্ড। কি নির্লজ্জ-ভাবে আমার মুখের উপর উত্তর দিচ্ছে; ধিক আমায়। অর্থহীন হলে নিজের পুত্রকন্যাও মানতে চায় না রে, নইলে আজ গীতার মুখে এমন কথা শুন্‌তে হল। এর চেয়ে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ ছিল।

গিন্নি। অবাক্ কাণ্ড মা ; আমার এতখানি বয়স হ'ল কিন্তু এমন কাণ্ড তো কখনও শুনিনি গা, হ্যাঁরে গীতা, তোর একটু লজ্জা কল্লো না রে! বল্লি কি করে। মেয়েমানুষ তুই, কোথায় তুই বিয়ের কথায় লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে থাকবি, না তাই নিয়ে বাপকে উপদেশ দিচ্ছিস। ছি, ছি, ছি, লাজ-লজ্জার মাথা একেবারেই খেয়েছিস, হ্যাঁলা, তুই কি মেমসাহেব হলি নাকি ?

ঋত্বিকার প্রবেশ।

ঋত্বিকা। মা, আপনারা বৃথা গীতাকে তিরস্কার কচ্ছেন। অকারণ বাজে লজ্জা করে করেই আজ আমাদের জাত এত দুর্ব্বল ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে মা ; শোভন লজ্জা থাকা চাই, বাজে লজ্জাই সংসারে যত দুঃখের মূল। আমরা এই লজ্জার হাত থেকে নিস্তার পাইনে বলেই কষ্ট পাচ্ছি। অন্য জাতির মধ্যে এরূপ অহেতুক লজ্জা নেই বলেই তারা সবল সজীব ও শক্তিমান। মাগো, লজ্জায় জড়ীভূত হয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে আর থেকো না ; জাগো, মাথা তোল মা ; একবার সকলে জাগো মা, নির্জ্জীব মৃতপ্রায় জাতি আবার বেঁচে উঠুক। জাগো, মাভৈঃ মাভৈঃ রবে ভীমা ভৈরবী একবার জেগে উঠ মা, জেগে উঠ।

[প্রস্থান।

গীতা। মা, মা, আর ব'ক না মা, আর অমন ক'র না, আমায় জমিদারের হাতে দিয়ে সকল দিক রক্ষা করো মা।

মাধব। ওঃ, আমার মেয়ে হয়ে ওর এত লোভ, ও কিনা শেষে জমিদারের ঐশ্বর্য্য দেখে ভুলে গেল। অর্থের লোভে তুই মা-বাপকে অগ্রাহ্যি কল্লি! জানিস্, এর পরিণাম কি?

গিন্নি। পোড়া কপাল অমন জমিদারের, আর পোড়া কপাল তার টাকার, বলি, বেঁচে থাকলে তো ভোগ হবে।

মাধব। সে-গুড়ে বালী গিন্নি, সে গুড়ে বালী, সামান্য মোটা ভাত, মোটা কাপড় তাও দেবে না। একখানি বস্ত্র ও দিনান্তে এক মুষ্টি কদর্য্য অন্নও সব দিন জুটবে না, হাড়-ভাঙ্গা খাটুনি ও বেদম প্রহার তো ফাউ।

গিন্নি। ও বাবা বল কি গো, এমন পাষণ্ডও মানুষে হয় গা?

মাধব। শুধু তাই নয়, বিয়ে করবে এই পর্য্যন্ত, কোনও দিন ওর মুখও দেখবে না।

গিন্নি। কেন গো, স্বভাব-চরিত্রী খারাপ নাকি।

মাধব। রামচন্দ্র, ও কখনও স্ত্রীলোকের মুখ দেখে না, ঘৃণা করে।

গিন্নি। ওমা কি অদ্ভুত মানুষ গা?

গীতা। মা, কেন আপনারা বৃথা ভয় করছেন। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই, আমার ভাগ্য কেউ কেড়ে নিতে পারবে না, অথচ শুধু শুধু এতগুলি লোককে কষ্ট দিতে উদ্যত

হয়েছেন। আর ভুলে যাচ্ছেন কেন আপনারা, আমায় তো আশৈশব ব্রহ্মচারিণী করেই গড়ে তুলেছেন। জগতের সকল রকম কঠোরতায় তো আমি অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। রোদে হিমে জলে তো আমার কিছুই কর্ত্তে পার্ব্বে না, অনাহার অনিদ্রা হচ্ছে আশ্রমের প্রধান অঙ্গ। কঠিন পরিশ্রম ও সকল রকম কর্ম্মশিক্ষা হচ্ছে আশ্রমের নিয়ম। আমি আশ্রম থেকে পরীক্ষা দিয়েই এসেছি, কেন বৃথা ভয় পাচ্ছেন? মা, জেনে রাখবেন, আপনাদের কন্যা লোভী নয়। আমি চেষ্টা করছি যাতে সে আর অন্য কোন বালিকার সর্ব্বনাশ কর্ত্তে না পারে। মা, মা, পায় ধরি, আমায় বাধা দেবেন না, অনুমতি দিন।

মাধব। তুই তার কি করবি? সে এমন পাত্র নয়, তার কাছে ও সব কিছুই চল্‌বে না, সে বড় শক্ত ঠাঁই; তোর মত অনেক সে দেখেছে। যা, যা, আর জ্বালাস্‌নি। ভোরে যেমন যাবার কথা আছে, তেম্নি যাবই, প্রস্তুত থাকিস্।

[প্রস্থান।

গিন্নি। কেন মা, অমন কচ্ছিস্, তোর যাতে ভাল হয় তাইই আমরা কর্ব্বো, (গীতা নীরব নিশ্চলভাবে অবস্থিত), চল্ মন স্থির করে সব গোছাইগে। [গীতার নীরবে প্রস্থান।

গিন্নি। ভগবান্, ভগবান্, কেন এমন কল্লে ঠাকুর; ও তো এমন অবাধ্য ছিল না, আজ কেন এমন হ'ল, রক্ষা করো ঠাকুর, রক্ষা করো। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

চণ্ডীমণ্ডপ গ্রামবাসিগণ, অলক্ষ্যে ঋত্বিকার প্রবেশ।

হারু। গেল গেল, সব গেল, সমাজ গেল, ধর্ম্ম গেল, সংসার গেল, সব উচ্ছুন্নে গেল।

ভুবন। কি হ'ল হারুদা? বলি সক্কাল বেলাই অমন তির-বির কচ্ছ কেন, মৃগীরোগে ধরেছে নাকি? বলি তামাক ইচ্ছে কর্ব্বে না?

হারু। আর তামাক খাবো, এদিকে সর্ব্বনাশ হতে চল্লো তার ঠিক রাখ? হুঁ, মেয়েমানষে এতো দূর আস্পদ্দা ধরে! অম্নি জলবিছুটি লাগাতে হয়। ডালকুত্তো দে খাওয়ালে তবে রাগ যায়। বাপকে বলে কিনা নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে কর্ব্বো।

নবীন। বলি কে? কে গো, খুলেই বল না, কার কথা বল্‌ছ?

হারু। কে আবার ঐ মদো-পুরুতের মেয়ে গো, মদো-পুরুতের মেয়ে, গীতা, গীতা। হুঁ বেটির ধিঙ্গিপনা দেখলে সর্ব্বশরীর জ্বলে যায়। বাপের মুখের উপর কথা।

রাখাল। বল কি? বাপের মুখের উপর স্পষ্ট বল্লে অম্নি করে, আরে ছ্যা, ঐ জন্যেই মেয়ে জাতকে বাড়তে দিতে নেই।

ভুবন। আরে প্রগতির স্রোতে এইবার সব গেল, সব গেল।

হারু। তাইতো বল্‌ছি, বলি মেয়েমানুষের এত বাড় কি সহ্য

হয় ? এই জন্যেই পরশুরাম মাতৃহত্যা কর্ত্তেও কুণ্ঠিত হন নি।

ঋত্বিকা। ঠিক বলেছ হারাণচন্দ্র। মাতৃহত্যা করেছিলেন একটী, কিন্তু পুরুষ হত্যা করেছিলেন ক'টী ? তা মনে পড়ে কি ? দুরন্ত ক্ষত্রিয় পুরুষকুল নির্ম্মূল করেছিল কতবার শুনি ? মাতৃহত্যা করেছিল বলে বড়াই কচ্ছ ? বলি মাতৃঘাতকের উচিতমত শাস্তিরও বিধান তো রামচন্দ্র করেছিলেন। স্বর্গের দুয়ার যে চিরদিনের জন্যই বন্ধ হয়ে গিছলো। স্বর্গ গো, স্বর্গ ? সেই স্বর্গ যে স্বর্গে তোমাদের মনোমত মেনকা উর্ব্বশীর নিত্যই মধুর নিক্বণ ওঠে ?

রাখাল। কে মা আপনি, এমন ক'রে উপহাস কচ্ছেন ? সত্যই কি প্রগতির স্রোতে সব লণ্ডভণ্ড হচ্ছে না মা ?

ঋত্বিকা। তা হচ্ছে যে তা সত্য ; কিন্তু দায়ী কে, দোষ কার। কে এই নটের গুরু ? কার অনুপ্রেরণায় নারীহৃদয়ে আজ এই ভাব জেগেছে। কার শিক্ষায় আজ মৈত্রেয়ী, গার্গী ও খনার বদলে দেশে হাজার হাজার রম্ভা তিলোত্তমার প্রাদুর্ভাব হচ্ছে। কে এই অক্ষম হাতে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম সত্যকে নগ্ন ভাবে তুলে দেখিয়েছে ? জান কারা এই নটের গুরু ? জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্তই কাগজে কাগজে কত কলমের যুদ্ধ, ময়দানে ময়দানে কত বাক্‌যুদ্ধ দেখে আসছি, কিন্তু কিছু কর্ত্তে পাল্লেন কি ?

এ যে যুগধর্ম্ম, একে আসতেই হবে। শুধু মেয়েদের গালি পেড়ে আর মান বজায় থাকবে না। যদি কোনও দিন আবার নিজেদের জাতভাইয়ের মধ্যে ফিরে আস্‌তে পারেন, নিজের জাতভাইয়ের দোষ গুণ সুখ দুঃখকে নিজের বুকে তুলে নিতে পারেন, পরের কাছে অত্যাচারিত হয়ে হাসি মুখে সহ্য ক'রে তাদের প্রতি জাতভাইয়ের ক্ষতি ক'রেও যে ভাবে সততা দেখাতে পারেন, অন্তরের সব কিছু পরের জন্য যে ভাবে দিতে পারেন, সেই ভাবে নিজের জাত-ভাইয়ের জন্য কর্ত্তে পারেন, তবেই আবার বাঁচতে পারেন। নইলে পতন নিশ্চয়ই।

হারু। চল হে ওসব "মেয়ে-ডেঁপোমি" আমার শোনবার ইচ্ছে নেই। ঐ জন্যেই লক্ষ্মণ সীতাকে গণ্ডীর মধ্যে থাকতে বলেছিলেন। কথা না শোনার ফল সীতা হাতে হাতেই পেয়েছিলেন।

ঋত্বিকা। গণ্ডী দেবার পূর্ব্বে লক্ষ্মণ যদি অতিথি-সৎকারের ব্যবস্থাটা করে যেতেন, তা'হলে আর জগতের খাতায় রামায়ণের নাম কেউ খুঁজে পেত না, ভগবানকেও কষ্ট ক'রে এই মর-জগতে নামতে হত না। যত দোষ হ'ল সীতার। দেখ বাপু, যাবার আগে আর একটা কথা বলে যাই। এই পুরুষ-রূপ মাছিগুলোই যত রোগ ছড়িয়ে বেড়ায় তা মনে রেখো। আগে ঐ মাছি-

গুলোর ব্যবস্থা কর দেখি? রোগ আপনিই থেমে যাবে।

[প্রস্থান।

সকলে। পাগল হে পাগল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

উষার প্রথম যাম।

তপকেশ্বরের মন্দির দালান—গীতার প্রবেশ।

(গীত)

আমার সুপ্ত মনের লুপ্ত বাণী কার পরশে ফুটলো গো,
অন্তরে আজ দখিন হাওয়া কার সোহাগে লাগল গো,
উদাস মনের গোপন বাণী
জাগালে কোন্ মন্ত্র দানি
তোমার অরূপ রূপের রূপশিখাটী কোন্ লগনে জ্বাললে গো।

গীতা। আজ যাবার বেলায় তোমার শেষ পূজা কর্ত্তে এসেছি দেব! আমার অন্তরের সকল পূজা গ্রহণ করো। ওগো আশুতোষ, শুনেছি তোমার পূজায় সতীর মহিমা বাড়ে, নারী মনোমত অভীষ্ট বর পায়। কিন্তু দেব, আমার একি হ'ল! মনের কোন্খানে যেন কিসের

একটি কাঁটা ফুটে রয়েছে, আমি যে চিরদিনের ব্রহ্মচারিণী, তবে কেন এ ভাবান্তর হয় দেব ? আমার কাছে সাধু-অসাধু সম আদরণীয় বস্তু, তবে এ কিসের বেদনা দেব ? ওগো ভবানীপতি ! আমায় পথ দেখিয়ে দাও, আমি যেন ভ্রমে পড়ে দ্বিচারিণী না হই।

নীরবে পূজা ও কেতকাভূষণের প্রবেশ।

কেতকী। সে দিনের সেই মেয়েটি পূজা কচ্ছে না ? হ্যাঁ, সেই তো বটে ? যাই ওর সঙ্গে দুটো কথা কয়ে ওদের মনের ভাবটা একবার বুঝে দেখি। (যাইতে যাইতে) আচ্ছা, লোকে বলে শুনেছি, আর বইয়েও পড়েছি যে স্ত্রীর সঙ্গে নাকি বড় ভাব বা ভালবাসা হয়, তাকে ছেড়ে নাকি থাকা যায় না হেন তেন। আরে ছো, ছো, যাকে দেখলে রাগ ধরে, ছুঁতে যাকে ঘৃণা করে, তার সঙ্গে হবে ভালবাসা। হা, হা, হা, আমি কি পাগল হয়েছি। এই তো পাঁচ-ছয় বার বিয়ে কল্লুম, তারা মরেও গেল, কই কিছুই তো বুঝলুম না। আর কখনও হবে বলে মনেও তো করিনে। এই যে ভটচাযি্যর মেয়ে এদিকেই আস্‌ছে, দেখি দুটো কথা কয়ে। (প্রকাশ্যে)।—এই যে তুমি না আমাদের মাধব-খুড়োর মেয়ে ? সেদিনও না তুমি এম্নি ভোরে পূজো কর্ত্তে এসেছিলে।

গীতা। (সচকিত ও প্রকৃতিস্থ হয়ে) হাঁ মহাশয়, আপনার অনুমান মিথ্যা নয়।

কেতকী। তুমি বুঝি রোজ ভোরে পূজো কর্ত্তে এসো ?

গীতা। কেন মহাশয়, তাতেও কি বারণ আছে ?

কেতকী। না তাতে বারণ থাকবে কেন ! তাই জিজ্ঞাসা কচ্ছি।

গীতা। শুনে আশ্বস্ত হলাম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মহাশয়, কি রকম মানুষ। একজন সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা ভদ্র মহিলাকে একেবারে তুমি বলে কথা কইছেন, মহিলার সম্মান দেখাতে শেখেন নি ? মহাশয়ের পরিচয় জানতে পারি কি ?

কেতকী। (দন্তে দন্তে ঘর্ষণ পূর্ব্বক স্বগতঃ) মহিলার সম্মান দেখাব তোমায় একেবারে পুতে ফেলবো, দাঁড়াও না আর একটা দিন যাক আগে।

গীতা। কি মহাশয় নীরব কেন ? পরিচয় দিতে ভয় পাচ্ছেন নাকি ?

কেতকী। কি, ভয় পাবো ? জমিদার কেতকীভূষণ রায় একটা নারীর কাছে পরিচয় দিতে ভয় পাবে ? তোমার সাহস তো মন্দ নয় দেখছি ?

গীতা। ও,—আপনিই সেই নারী-নির্য্যাতক, রমণীর ভীতি-উৎপাদক জমিদার। তা আগে বলতে হয়। আপনাকেই যে খুঁজছিলাম, কিন্তু বড় আশ্চর্য্য হলাম আপনার নাম শুনে ? নামটী যেন কাজের সঙ্গে বা প্রকৃতির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে।

কেতকী। কি রকম ?

গীতা। এই কেতকী মানে তো কেয়াফুল—তাই বলছিলাম। আপনি ফুল বটে, কিন্তু একমাত্র তেতো খয়ের ছাড়া আর কোনও কাজে আপনি লাগতে পারেন না, আর কাঁটা আর সাপের বিষে আপনার কাছে ঘেঁসে কার সাধ্য।

কেতকী। বটে তোমার জ্ঞান তো খুব টন্‌টনে দেখছি? তোমার নামটী কি, দুঃসাহসিকে।

গীতা। হাঁ, আপনার নামকরণ একেবারে বৃথা হয়নি, অনেকটা মিল আছে বটে, তবে লোকে আমায় বুদ্ধিমতী বলেই ডাকে। এইবার আমার নামের পরীক্ষা দেবার সময় এসেছে, দেখি কি হয়।

কেতকী। বা, বেশ নাম তো বুদ্ধিমতী, আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখছি, কত বুদ্ধি ধরো তুমি।

গীতা। এখুনি, না আগে সাতপাক দিয়ে তবে? যেমন আপনার প্রথা আছে।

কেতকী। ও, তুমি যে এরি মধ্যেই বুদ্ধির পরিচয় দিতে আরম্ভ কল্লে দেখছি। তা নয়, আগে থেকেই একটু বাজিয়ে নিলাম, তাতে আর দোষ কি?

গীতা। দেখবেন বেশী যেন বাজাবেন না, ফেঁসে যেতেও পারে। আর দোষের কথা বলছেন, না, তা, আর এমন কি দোষ হবে, বিশেষতঃ আপনি যখন ধনী, তায় পুরুষ, শুধু পুরুষ নন, বীরপুরুষও বটেন, তখন অসহায়া রমণীর উপর সবই কর্ত্তে পারেন।

কেতকী। বটে, বটে, আচ্ছা তোমার উপর বীরত্বের মাত্রাটা যাতে করে বেশী হয় তার চেষ্টাই করা যাবে এখন, কি বল ?

গীতা। সেটা আমার ববাত ও মহাশয়ের হাতযশ। তবে কি জানেন, সে পরীক্ষা দেবার বোধ আর সময় পাবেন না।

কেতকী। কারণটা শুনতে পাই কি ?

গীতা। না, সেটা আমার ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা হয় তো বলতেও পারি।

কেতকী। হাঁ, তোমার বুদ্ধি আছে, স্বীকার করছি, এখন বল।

গীতা। তবে একান্তই শুন্‌বেন যদি তো শুনুন। বড়-তরফের জমিদার প্রভুও আপনার মতই আমার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু এখন আমার হয়েছে মুস্কিল, আমি এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি, উভয় সঙ্কটে পড়েছি। কি করি বলুন তো ?

কেতকী। কি ? এত দূর স্পর্দ্ধা সেই লম্পট ব্যাটার হয়েছে !

গীতা। হা, হা, হা, হাসালেন দেখছি, সে লম্পট, আর আপনি খুনে, কেমন তো ? দুইই সমান প্রীতির পাত্র, কেমন তো ?

কেতকী। (সক্রোধে) কি—কি, এই কই হ্যায় রে—

গীতা। হি, হি, হি কেউ নেই গো, কেউ নেই, এখানে আর কেউ নেই; শুধু তুমি আর আমি, দূর ছাই,

আপনি আর আমি। জানেন তো, আপনার কেমন সুনাম। যে জন্যে কোন পিতামাতাই প্রাণ ধরে আপনাকে কন্যা দিতেই পারে না। বোধ হয় আমার পিতারও আপনাকে আমায় দেবার সুবিধে হবে না।

কেতকী। ও বুঝেছি তুমি বুদ্ধিমতী হতে পার, কিন্তু তোমার পিতা যে এমন নিবুর্দ্ধি তা জান্‌তাম না, শোন, তাঁকে বল তাঁর সুবিধা দেওয়া বা নেওয়ার তোয়াক্কা রাখা আবশ্যক মনে করি না। আমার ইচ্ছাই সব জানবে। তোমার পিতাকে সাবধান হতে বলবে।

গীতা। তা ঠিক, একবার ক্ষুধার্ত্ত বাঘের সামনে শিকার পড়লে সহজে তার নিস্তার নেই; কিন্তু জেনে রাখবেন সকল সময় সর্ব্বত্রই জোর চলে না, বিশেষতঃ অদৃষ্টের উপর, সেখানে ধনজন সব ফস্‌কে যায় কেতকী বাবু।

কেতকী। আচ্ছা, আচ্ছা, সে বিচার তোমার সঙ্গে করবার ঢের সময় পাবো, এখন তত্ত্ব কথা রেখে বল দেখি কে তোমার বাবাকে এই সুবুদ্ধি দিলে?

গীতা। বাঃ, এরি মধ্যে হুকুম চালাচ্ছেন যে দেখছি। তিনি আমার পিতা, আপনি আমার কে যে ঘরের কথা বলবো?

কেতকী। আচ্ছা বলতে হবে না, আমি দেখে নিচ্ছি।

গীতা। শত চেষ্টাতেও পারবেন না, খালি আস্ফালনই সার হবে। বাবা এখন আপনার হাতের বাইরে গেছেন; আমরা এখন সবলের আশ্রিত। আর আমার জন্য

তাঁরা অতি আনন্দে সকলকেই আশ্রয় দিয়েছেন। তিনিও যে আমার প্রতি আপনার মতই অনুরক্ত।

কেতকী। কি। আমি অনুরক্ত? এত বড় সাহস তোমার, দাঁড়াও, এখুনি মজাটা টের পাইয়ে দিচ্ছি। [প্রস্থানোদ্যত।

গীতা। আরে শুনুন—শুনুন—রাগ করে সব নষ্ট করবেন না। আপনি বৃথা চলে যাচ্ছেন, আমায় চোখের আড়াল করলে আর ধরতে পারবেন না। এতক্ষণ সকলেই চলে গেছেন, আমিই কেবল লুকিয়ে আপনাকে সংবাদ দিতে এখানে এসেছিলাম।

কেতকী। অ্যাঁ বলকি সত্য! কেন? এর মানে কিছুই তো বুঝলাম না, ব্যাপার কি। কেন তুমি তোমার পিতার বিরুদ্ধে যাচ্ছ যে, কারণ কি?

গীতা। মানে এবং কারণ যাই থাক, এবার আমি চল্লুম, শুধু যাবার আগে বলে যাই—আমার পিতা প্রাণ দেবেন, তবু আপনার প্রস্তাবে রাজী হবেন না, কিন্তু, কিন্তু আমি চাই যে, ইয়ে হয়েছে—এই কি বলছিলাম কি, ইয়ে হয়েছে।

কেতকী। বল্‌তে বল্‌তে থামলে কেন? বল কি বলবে?

গীতা। বলছিলাম যে ইয়ে হয়েছে—

কেতকী। শীঘ্র বল, কি বলবে বল, আমার সময় নষ্ট হচ্ছে।

গীতা। বাবা এখনও আপনার দেশ ছেড়ে যাননি, কাল ভোরে যাবেন। কিন্তু তার পূর্ব্বেই আপনি আমায়—আমায়।

কেতকী। তোমায় কি ?

গীতা। আমায় এই—আমায় ইয়ে—জান, আমি জানি না।

কেতকী। আরে কি তোমায় খুলে বল।

গীতা। বুঝতে তো পাচ্ছেন, তবে বৃথা লজ্জা দিচ্ছেন কেন ?

কেতকী। তার পূর্ব্বে তোমায় বিবাহ করবো এই তো ?

গীতা। হাঁ, জান আপনি আর আমার কিছু বলবার নেই ; আমি চল্লুম।

কেতকী। সে কি তুমি কি বলছ ? তোমার পিতা রাজী নন ; আমিও একজন ভীষণ প্রকৃতির লোক, তা জেনেও কোন্ সাহসে তুমি বালিকা হয়ে নিজে এসে আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলে ?

গীতা। তা ঠিক বলতে পাচ্ছি নে, তবে এইটুকু জানি যে আমরা সব শক্তির অংশে জন্মেছি, মহাশক্তির বাহন পশুরাজ সিংহ তাই শক্তির অংশরূপিণী হয়ে মেষ হতে সিংহেরই অনুরাগিণী হয়ে পড়েছি জানবেন।

[দ্রুতপ্রস্থানোদ্যত।

কেতকী। শোন, শোন, একটা কথা শুনে তবে যাও।

গীতা। (পুনঃ প্রবেশ) কি বল্‌বেন বলুন।

কেতকী। এখন যদি তোমায় বিয়ে না করি ? তখন কি করবে ?

গীতা। আমি দ্বিচারিণী নই,—আশ্রমে পুনঃ ফিরে যাব।

[প্রস্থান।

কেতকী। তাই তো এ কি রকম হ'ল। এ আবার কেমন ধারা মেয়ে। ওর কথাগুলো শুনতে ইচ্ছে কচ্ছিল কেন তা তো বলতে পাচ্ছি নে। তাই তো ও জেনে-শুনেও কেন আমাকে বিয়ে কর্ত্তে চাইলে, এর মানে কি? আমায় যে বড় ভাবিয়ে তুললে দেখছি।

ঋত্বিকার প্রবেশ ও গীত।

আজি কেন ক্ষণে ক্ষণে জাগে মম মনে
তাব চকিত নয়নের একটী চাওয়া
নিশি জাগরণে ভাবি অকারণে
বুঝি হারাধনে ফিরিয়া পাওয়া।
আজ ধরা দিলে যদি নয়নের পরে
কাঁদায়ে আমারে যেওনাকো সরে
মোর তৃষিত বয়ানে যেন চুমে সদা
তব পুলক পরশ মধুর হাওয়া।

[ধীরে ঋত্বিকার প্রস্থান।

কেতকী। উঃ উঃ না, না, এ আমার কি মতিচ্ছন্ন হচ্ছে; হা হা হা মায়াবিনী, মায়াবিনী আমায় ভোলাতে এসেছিল। তা হচ্ছে না সুন্দরী, এতো সহজে ভুলছিনা, আমায় ভোলান যায় না তা জেন। আমার প্রতিজ্ঞা শত চেষ্টাতেও কেউ টলাতে পারবে না। সাবধান বালিকা, তোমার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মাধবের অন্তঃপুর।

মাধব ও গিন্নি।

মাধব। হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হল গিন্নি, এমন মেয়েও পেটে ধরেছিলে; আজ লোকসমাজে আমার একেবারে মাথা হেঁট করালে। লোকের কাছে এখন মুখ দেখাই কি ক'রে। হায়! হায়! নিজের মৃত্যু নিজে ডেকে আন্‌লে; একেই বলে নেয়োতের টান।

গিন্নি। সে কি গো, এ আবার কি কথা।

মাধব। আর বল কেন, সব বৃথা হ'ল, আমি কোথায় বড়তরফে গিয়ে সব ঠিকঠাক ক'রে এলাম পরশু বিয়ে হবে, আব ও কি না নিজেই জমিদারের সঙ্গে নিজের বিয়ের ঠিক ক'রে এলো? এমন নির্লজ্জ বেহায়া মেয়েও তো কোথাও জীবনে দেখিনি। মর, মর,—তবে মর স্বেচ্ছা-চারিণী, তোর মৃত্যুই মঙ্গল।

গিন্নি। ওমা, কি ঘেন্নার কথা মা, কোথায় যাব মা, ছি, ছি, ছি, এমন মেয়েও পেটে ধরেছিলুম গা; আগে জানলে নুন গিলিয়ে মার্‌তুম যে গা। গর্ব্বে আগুন লাগুক্, আগুন লাগুক—

মাধব। আর এখন গর্ব্বে আগুন দিলেই বা কি হবে গিন্নি, আর কি সমাজে মুখ পাবো—না লোকে আর আমায়

মানবে ? হায় রে বুড়ো বয়সে এত তুঃখও ছিল বরাতে, এর আগে কেন আমার মরণ হ'ল না—সকল জ্বালা জুড়িয়ে যেত।

গিন্নি। এখন তবে কি হবে ?

মাধব। হবে আমার মাথা আর তোমার মুণ্ড। এখন বড়-তরফের কাছেই বা বলি কি। আমার যে উভয়সঙ্কট হ'ল। কথার খেলাপ হ'লে বড়তরফও আর আমায় ছেড়ে কথা কইবে না, সেও তো বড় কম বিপদ নয়। যাই আবার হারুদার হাতে-পায়ে ধরিগে, যদি কোন উপায় হয়, অদৃষ্টে এখনও কত ভোগ আছে তার ঠিক কি ? শুধু শুধু কতকগুলো মিথ্যা বলতে হবে দেখছি।

গিন্নি। কি বলবে স্থির করলে।

মাধব। বল্‌বো,—কাল জমিদার জানতে পেরে ওকে জোর করেই ধরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে। নইলে আর বলবো কি ?

গিন্নি। তাই তবে বলগে, যাতে আবার নূতন বিপদ না আসে। মা তুর্গা রক্ষা ক'রো মা, আর জ্বালা সয় না।

মাধব। আমি তবে চল্লুম—তুমি তবে এ দিকে বিয়ের সব যোগাড় যন্ত্র করগে। আজই গোধূলিলগ্নে কেতকী রায় বিয়ে কর্ত্তে আসছে। সেই কথা বলে বিয়ের দ্রব্যসম্ভার সমেত একখানা পত্রও পাঠিয়েছে যাও, তবে আমি চল্লুম। [প্রস্থান।

গিন্নি। মাগো। জগৎজননী, এর আগে আমার মৃত্যু হ'ল না কেন? তাহলে তো আজ নিজের হাতে কন্যার মৃত্যু-বাসর সাজাতে হ'ত না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

ব্রহ্মচারিণী আশ্রমের উপবনাংশ,—দূরে উদ্যান-রচনায় রত।

আশ্রমবালিকাগণের গীত।

মলয় তোমার বারতা লইয়া এসেছিল মোর দ্বারে
অরুণ তখন তরুণ সুহাসে ছিল পূর্ব্বাকাশ ভোরে।
কুসুমচিহ্ন তব আগমন, অলখে প্রকাশ মৃদুল পবন,
অলিকুল এসে গেছে গান গেয়ে মিলনের পথ ধরে।
যবে এসেছিলে মোর দ্বারে।

(গীতা, ঋত্তিকা, জ্ঞানব্রতা, সত্যব্রতা ও মণিভদ্রার প্রবেশ)

গীতা। মা, মা, বুকটা যে কেমন দুলে দুলে উঠছে মা, যদি না কৃতকার্য্য হতে পারি।

জ্ঞান। ভয় কি মা, আমাদের শিক্ষা কখনও বৃথা হবে না; তুমি নির্ভয়ে অগ্রসর হও মা, মহাশক্তি তোমায় রক্ষা করবেন।

সত্য। ভয় কি শুদ্ধমতী, এই দুর্ল্লভ মানবজন্ম শুধু জীবনের যত জড়ো করা কর্ম্ম ক্ষয় করতে ও দেনা-পাওনা মেটাতেই

হয়ে থাকে, এই সংসার কর্ম্মভূমি, কাজ করে করেই এগিয়ে যেতে হবে মা, দেখবে ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছে গেছ। শুধু পরকে যত পার প্রাণ ঢেলে দিয়ে যাও। আপনাকে ভুলে পরকে সব কিছুই বিলিয়ে দাও, চাইতে যেও না কিছু, তাহলেই পিছিয়ে পড়বে। ভয় করছো কেন মা? নিজের ইচ্ছায় একটি অঙ্গুলি নড়াবার সাধ্যও তো কারু নেই জান। যা-কিছু পরজন্মে রেখে এসেছ, এ জন্মে তারই ভোগ হবে,—বেশীও হবে না, কমও হবে না। তাই বল্‌ছি মা, যাও; দু'হাত দিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে এগিয়ে যাও, কেবল নেবার জন্যে দাঁড়িয়ে থেকো না।

জ্ঞান। ঋত্বিকা, শুদ্ধমতীকে বিবাহের যৌতুক যা যা সব দিতে হবে, সব মনে আছে তো?

ঋত্বিকা। হাঁ দেবী, মনে আছে।

জ্ঞান। বেশ, সব দিয়ে দিও। আমরা তবে যাই, মায়ের সেবার বিলম্ব হবে; এসো সত্যব্রতা।

[উভয়ের প্রস্থান।

মণি। হ্যাঁ ভাই গীতা, তোর এ দুর্ব্বুদ্ধি কেন হ'ল বল না ভাই? বড়তরফের সঙ্গে বিয়ে হ'লে তবু বাহ্যিক সুখেও তো থাকতে পাত্তিস্।

গীতা। মণি, তুই কেন এ আশ্রমে ঢুকেছিস্ বল্ তো? তোর মনে যখন এখনও এত সুখের আশা গজগজ করছে, এখনও যখন সেই সুচিক্কণ বেণী, রঙীন শাড়ী, আর

স্যাণ্ডেল নাগরার মোহ কাটলো না তখন আর তোর কোনও আশা নেই। এখানকার নিদারুণ কঠোরতায় তোর রংধরা মন টিক্‌বে কেন? বলিস তো, আমিই না হয় ঘটক হয়েই পড়ি।

মণি। আচ্ছা গো আচ্ছা, আমি যেন তাই বল্‌ছি। আমি বল্লুম অকালে কেন মর্ত্তে গেলি, এখানে তবু বেঁচে থাকতিস্।

গীতা। ছি, ছি, ছি, তুই নাকি ব্রহ্মচারিণী? যা যা বাড়ী ফিরে যা, আশ্রমে থেকে আর আশ্রমের বদনাম করিস্‌নি। হ্যাঁ মণি, এখনও যদি এত অজ্ঞান থাক্‌বি, তবে পাস করবি কবে রে? না ভাই, তুই বাড়ী ফিরে যা; গিয়ে রঙীন আঁচল পিঠে দুলিয়ে দিয়ে নানান ভোম্‌রার গুন্‌-গুনানী শুনে মনপ্রাণ ঠাণ্ডা করগে যা; তোর এ বিড়ম্বনা কেন বল?

ঋত্বিকা। গীতা, তুই থাম ভাই, ও তো তোর মত বীরাঙ্গনা নয়, ও শান্ত প্রকৃতির নারী, ওর কর্ম্মক্ষেত্র ঐখানেই হওয়া উচিত; থাক ওকথা। আচ্ছা গীতা, শুনলাম ও চরিত্রহীন বলে তুই নাকি ওকে ঘৃণা করেছিস্? হ্যাঁ রে, আমাদের কাছে সাধু চোরের তফাৎ কি রে?

গীতা। দিদি, তুমিও মণির মত ভুল কচ্ছ; আমি কি সুখের আশায়, না ভোগের লালসায় বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হতে চলেছি? এ যে আমার আত্মবলি দিদি। মার মুখে

কি কিছুই শোননি ? আমি যে তাঁদেরই আদেশে দুরন্ত বাঘকে বাঁধতে চলেছি ভাই। যদি কৃতকার্য্য হতে পারি, তবে ভেবে দেখ কতগুলি নিরীহ নারীর জীবন রক্ষা হবে, তাতো বোঝ ? ভাই, প্রার্থনা করো যেন মায়ের আদেশ পালন করতে পারি।

মণি। তার আগেই যদি মরে যাস ভাই ?

গীতা। হাঁসালি মণি; মরণের জন্য কিছুমাত্র ভয় করি না আমি, কারণ এক দিন সেই চিরসত্য প্রিয়বন্ধুর দেখা মিলবেই ; তার আগে যদি একটা বালিকারও জীবনরক্ষা করতে পারি তবে নিজেকে ধন্য মনে করবো।

ঋত্বিকা। ওরে আমি সব জানিরে সব জানি ; শুধু তুই কি বলিস, তাই জান্তেই কথাটা ঐ ভাবে তুলেছিলাম। এখন দেখলাম তুই তা পারবি। তোর ঐ সুন্দর মুখ দেখলে বনের পশুও বশ হয়, সে তো মানুষ।

গীতা। দেখ মণি, তোর একজামিনটা পাস হলেই ঐ বড় তরফের গলায় মালাটা দিয়ে তোর মিষ্টি স্বভাবে ভিজিয়ে ওকে মানুষ করে তুলিস ভাই, অনেক সতীর মান-প্রাণ ও ধর্ম্ম রক্ষা হবে। যদি পশুটাকে মানুষেই পরিণত কর্ত্তেই না পাল্লি, তবে বৃথা এ আশ্রমে এসেছিস ভাই।

মণি। আশীর্ব্বাদ করো দিদি, যেন তোমার মত শক্তি পাই। আমরা তো ঋত্বিকা'দির মত আশ্রমবাসিনী হতে পেলাম না। কাজেই ঘানি টেনে মর্ত্তেই হবে।

গীতা। ঠিক বলেছিস মণি ; এতক্ষণ বাদে তবু কথার মত একটা কথা বল্লি, শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হ'ল।

ঋত্বিকা। কেন, কে তোদের থাকতে মাথার দিব্যি দিয়ে বারণ করেছে বল! থাক না তোরা?

গীতা। দিদি, কি অবশেষে আমাদের ভণ্ডামি শেখাচ্ছ নাকি?

ঋত্বিকা। কেন? ভণ্ডামি কিসে?

গীতা। নয় তো কি? মনে মুখে এক না হ'লে, অন্তরে রং না ধল্লে, বাইরে ভড়ং করে সং সেজে কি করবো? তুমি কি তাই দিদি? তোমার মত চিত্তজয়ী হয়ে সর্ব্বেন্দ্রিয়কে বশীভূত যদি কত্তে পারি, তবে আর আমায় পায় কে?

ঋত্বিকা। কেন রে, মনটা বুঝি বাঘে খেয়েছে? ও, ও, তাই তো বলি গীতা আজ ত্যাগী হ'ল কিসের জোরে। ধন্য হলাম বোন শুনে, ধন্য হলাম। তোর সাধনা সার্থক হোক; বড় সুখী হলাম বোন তোর এই কামনা বাসনা-শূন্য নিঃস্বার্থ প্রেম শুনে। গীতা, গীতা, আর তোর ভয় কি? ভয় এখন তোর কাছে ভয় পাবে। এখন তুই ত্রিলোক জয়ী হতে পারবি যে ভাই।

মণি। ঋত্বিকা'দি, মা যে গীতা'দিকে বিয়ের যৌতুক দিলেন, আমায় দেখাও না ভাই।

গীতা। মণি এখনও কৌতুক দমন কর্ত্তে শিখলিনি ভাই?

ঋত্বিকা। ও এমন কিছুই নয় রে, এই দেখ।

মণি। ওমা এই ওভার-কোট, ওয়াটার প্রুফ, ছাতি, দড়ীর সিঁড়ী, মিছরী, চিঁড়ে—এসব কি হবে ভাই ?

গীতা। সে তখন পরে বুঝবি ভাই ? এই বার তবে আসি ভাই, সময় প্রায় হয়েই এলো, তোমরাও সব সকাল সকাল এসো তবে।

ঋত্বিকা। দাঁড়া, তোকে বিদায় দেবার আগে একটা গান হোক। ওরে ও মেয়েরা, গা, গা, একটা গান গা।

(আশ্রম বালিকাদের গীত)

আমার বেদন বঁধু
ঝরণা চোখের জলে।
কোন্ রূপে আজ দিলে ধরা।
বেদন অন্ত তলে,
তোমার অরূপ রূপের রেখা
হিয়ার পাতে দেয় যে এঁকে রক্ত আঁকন লেখা।
গোপন মনের কোণে, জাগে ক্ষণে ক্ষণে
যেন পূর্ণ মিলন আশার দোলন প্রতি পলে পলে
বঁধু ঝরনা চোখের জলে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জমিদারের অন্তঃপুর দালান।

বধূবেশে গীতার প্রবেশ।

(গীত)

কত বেদনা তা তো বোঝ না ওগো অজানা,
আজ তোমারি তরে
তুমি দাও না ধরা কঠিনে ভরা নয়নঝরা
মোরে আকুল ক'রে।
আজ বিফল স্বপন আবরিল মন কেন নীরব গোপন
মোর নয়ন'পরে
আজ এসো গো নেমে ভোলা মরমে যেন প্রতি করমে
তবো করুণা ঝরে

[প্রস্থান।

কেতকীর প্রবেশ।

কেতকী। যাক বাঁচা গেল, নির্বিঘ্নে যে বিয়েটা হয়ে গেল তাই রক্ষে। আমি তো মনে করেছিলাম বুঝি ফ্যাসাদ বাঁধলো। বুঝি বা সহজে কার্য্যোদ্ধার হয় না, যাক এখন নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু ফেঁসে তো প্রায় গিছলোই, এই মেয়েটার জন্যেই তা হতে পেলে না। হাঁ সে জন্য অবশ্যই এর কাছে আমি একটু কৃতজ্ঞ থাকবো। যাক, এইবার

আমার কাজ আরম্ভ করা যাক। দুঃখের বিষয় এবারের বউটা মরবার পর আবার বিয়ে কর্ত্তে অনেক দেরী হয়ে গেল, নইলে এত দিনে আরো একটীকে পঞ্চত্ব পেতে হ'তো। হুঁ হুঁ বাবা, চালাকি নয় আমাদের এ বংশটা কেবল বিয়ে কর্ত্তেই হয়েছিল। শুনেছি আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা কেউ একশো কেউ দেড়শো বিয়ে করেছিলেন। এই সব বিয়ে করা ব্যবসা করেই অনেকে বেশ গুছিয়ে ওঠেন, তাঁরা সব জমিদারী পর্য্যন্ত কিনে গিছলেন। দুমাস তিনমাস অন্তর এক এক বেলা শ্বশুরবাড়ী গমন, রাজভোগ ভোজন, প্রচুর অর্থ গ্রহণ, কি তোফা ; যাক, এবার যা ভয় হয়েছিল, বুঝি বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গই হয়, কিন্তু তা কি হয় ? ধর্ম্মের জয় হবেই হবে। এই মেয়েজাত-গুলোকে যত সংসার থেকে সরান যাবে ততই মঙ্গল হবে ; ঈশ্বরের অভিপ্রায় তাই। এই, কে আছিস রে, বউকে ডেকে দে তো ? ওহো, কি ভুল দেখ, অন্দরে যে কেউ ঢোকে না, তা মনেই নেই, যাই নিজেই যাই, তার কাজ-কর্ম্ম সব বুঝিয়ে দিই গে।

[প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ।

কই, কোথাও তো তাকে দেখতে পেলাম না। আমার বিনা অনুমতিতে সে গেল কোথায় ? নাঃ, আমি বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়ছি দেখছি, এখন হতে সাবধান হবো। কিন্তু সে গেল কোথায় ? অ্যাঁ, আমার মত না নিয়ে সে গেল

কোথায় ? না, না, ঐ যে আসছে দেখছি , আঃ, আবার মুখে ষোলহাত ঘোমটা দিয়েছে দেখ। অন্য বউরা না হয় অচেনা বলে কেউ কেউ ঘোমটা দিত , এ দিলে কেন ? বিয়ের আগে কত কথাই না কইলে ; আর যেই বিয়ে হ'ল, অম্নি ঢং সুরু হ'ল, সাদে আর বলি মেয়ে-জাতটাই এম্নি বটে, এই যে এসে পড়ল, আমি এইবার প্রস্তুত হই।

(গীতার প্রবেশ)

গীতা। প্রভু, এখনও তো কই পুরুত ঠাকুর এলেন না। তবে কুশণ্ডিকা হতে যে দেরী হবে প্রভু ?

কেতকী। সে আবার কি। ও সব তো কই কখনও করিনি। ও সব করে কি হয় ? ও সব যত বাজে কাজ করবার মত আমার প্রবৃত্তি নেই জানবে।

গীতা। সে কি কথা প্রভু। কুশণ্ডিকা করেন নি কখনও ?

কেতকী। না, না, করিনি, কল্লে মনে থাকতো নিশ্চয়ই, ও সব ক'রে কি হবে শুনি ?

গীতা। না, এমন কিছু হবে না প্রভু, তবে যতক্ষণ না কুশণ্ডিকা সিন্দূরদান হচ্ছে, ততক্ষণ বিবাহই গ্রাহ্য বা মঞ্জুর হবে না ; শাস্ত্রে তাই বল্‌ছে, প্রভু। যদি শাস্ত্রের বিধান না মানেন, তবে বিবাহ অশুদ্ধ থাকবে এবং আমিও যে পরস্ত্রী বা কুমারী, সেই কুমারীই থাকবো।

কেতকী। অ্যাঁ বল কি ? কই, তা তো জানতাম না ?

গীতা। কি ক'রে জানবেন প্রভু! কেউ তো বলেনি আপনাকে? আর কেউ নেইও আপনার যে বলবে। শুধু সিন্দূরদান হ'লেই হবে না প্রভু, তার উপর বউভাত, পাকস্পর্শও আছে; তাও বিবাহের আর একটী মহৎ অনুষ্ঠান, না কল্লে সমাজে বিবাহ মঞ্জুর হবে না, প্রভু।

কেতকী। সে আবার কি?

গীতা। এই ধরুন, আপনার যে জাতি ঠিক আছে, সমাজে যে আপনার স্থান অটুট আছে এবং যে কন্যাকে বিয়ে করে এনেছেন, তারও জাতিধর্ম্মসমাজ সব ঠিক, পাঁচ জনের পাতে অন্ন দিয়ে তার প্রমাণ হবে; আর পাঁচজন সেই অন্নগ্রহণ ক'রে তা স্বীকার কর্ব্বে, বিবাহের এই হ'ল লোকধর্ম্ম, সেই জন্যই কন্যাযাত্র, বরযাত্রের এত আদর।

কেতকী। কই এতগুলো যে বিয়ে কল্লাম, এ সব তো করিনি। সেই বিয়ের রাত্রিটা যা না কল্লে নয় তাই করে এসেছি। অ্যাঁ, তবে, তবে কি সে বউগুলো সব পরস্ত্রী থেকেই মরেছে বলতে চাও? অ্যাঁ?

গীতা। শাস্ত্রে তো সেই কথাই বল্‌ছে প্রভু, তবে তাঁরা সব পরস্ত্রী ছিলেন না, সকলে কুমারী ছিলেন, প্রভু।

কেতকী। কুমারী? সে কি রকম শুনি, জানো এখন আর তোমার চালাকি চলবে না।

গীতা। খুব জানি প্রভু; বিবাহরূপ পবিত্র কাজের কথায় চালাকি করবার মত প্রবৃত্তি আমার মোটেই নেই

জানবেন, সত্যই তাঁরা সব কুমারী অবস্থায় মৃতা হয়েছেন, প্রমাণ চান প্রভু ?

কেতকী। না, না, প্রমাণ দিতে হবে না, তার আগে আমার হাতে কি আছে দেখছ ? এক চুল এদিক ওদিক হবে আর গুণে গুণে পিটে পড়বে, সাবধান।

গীতা। আজ্ঞে তা অনেকক্ষণই দেখেছি, কিন্তু এক চুল এদিক-ওদিক হলে তবে তো। শুধু শুধু তো নয়। কিন্তু সে পরের কথা পরে হবে। ঢের সময় পাবেন তার, এখন আগে পুরুত ডাকুন, বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো শেষ হোক, নইলে কি অন্য অন্য বারের মত আবার কুমারীহত্যা করে বসবেন। জানেন তো, কুমারী গৌরীর অনুরূপ; গৌরী ও দুর্গা একি বস্তু প্রভু।

কেতকী। থাম থাম, আর ব্যাখ্যা কর্ত্তে হবে না। যেন গুরু এসেছেন। যা করেছি তা অজান্তে করেছি ও সব ভুলের পাপ কম হয় তা জান ? যাক, এখন কি কি কর্ত্তে হবে তাই বল।

গীতা। সে সব পুরুত এলেই ঠিক হবে, কেবল লোকজন খাওয়ানোর জন্য—।

কেতকী। সে জন্য তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না, সেসব আমরা বারমহলেই ঠিক ক'রে নেবো'খন ; কিন্তু তাই ব'লে মনে কর না যেন, এ সব কাজ আমি তোমার কথায় কচ্ছি। বুঝলে, এ আমার ইচ্ছে।

গীতা। আমি তো কিছুই মনে করিনি প্রভু।

কেতকী। না তাই বল্‌ছি। হ্যাঁ ভাল কথা, কি বলে গিয়ে —এই যে বল্‌ছিলাম কি ? তুমি যে হঠাৎ ঘোমটা দিলে ?

গীতা। ও এই কথা ? শুনেছি আপনি স্ত্রীলোকের মুখ দেখেন না, বিশেষতঃ নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর, তাই প্রভু !

কেতকী। সে কি, ও আবার কি কথা ?

গীতা। না, এই আপনি কিনা পরম ব্রহ্মচারী, পাছে আমার মুখ দেখলে আপনার ব্রত ভঙ্গ হয়, তাইতে সাবধান হয়েছি প্রভু, শোনেননি কি স্বামীর ধর্ম্মে বাধা দেওয়া প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর উচিত নয়, প্রভু।

কেতকী। তোমার কথা ভাল বুঝতে পাল্লুম না ; একবার বল্‌ছ সিন্দূর না দিলে বিয়ে মঞ্জুর নয়, সে কুমারী ; আবার বলছ স্ত্রী হয়ে ধর্ম্মে বাধা দেব না, তোমার তো এখনও কুশণ্ডিকা হয়নি, তবে কোন্‌টা সত্য ধরবো ?

গীতা। দুইই সত্য প্রভু। যে বিয়েতে প্রথমেই পরস্পরকে মন-প্রাণ ঢেলে দিতে পারলে না, নয়নে নয়নে মিলন হ'ল না, প্রাণে আনন্দের অনুভূতি জাগল না, নয়ন সদাই তার দর্শন আশায় চকিত হয়ে রইল না, কর্ণ সদাই একটী বিশেষ শব্দের আশায় উৎকর্ণ হয়ে রইল না, এককথায় বলি, দৃষ্টিমাত্রই যেখানে পরস্পর বিলীন হয়ে গেল না, জগৎ সংসার যারা ভুলে গেল না, সে বিয়ে প্রকৃতপক্ষে বিবাহই নয়, বিয়ের যা উদ্দেশ্য তা সব শূন্য রয়েই গেল,

প্রভু, এই মানসিক বিয়ে আজকাল আর প্রায় হয় না, প্রভু। এ সব সেই পুরাকালেই হত। যে যুগে মন ও আত্মা ছাড়া সব কিছু মিথ্যা বলে ধরা হ'ত।

কেতকী। সে আবার কি রকম? একথা তো কই শুনিনি?

গীতা। সে কি প্রভু। সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতির কথাও শোনেন নি? যাঁরা দৃষ্টিমাত্রেই পরস্পরকে আত্মসমর্পণ করেছিলেন? তাঁরা একবার ভেবেও দেখেননি যে এঁদের কি আছে বা না আছে। কুষ্ঠিপত্র বা টাকা গহনা বাড়ী, গাড়ী, মটরের সন্ধান না রেখেই মনপ্রাণ ঢেলে দিতেন। তাঁরা সব অজান্তেই জাতি-কুল-মান দূরে রেখে পতিপত্নীত্ব স্বীকার কর্ত্তেন। কাজেই তাঁরা প্রথম হতেই ধর্ম্মপত্নী হয়েই গেলেন, কুমারীত্ব আর রইলো না। যাক্ প্রভু, ক্ষমা করবেন, বেলা বেড়ে চল্লো, পুরোহিত ডাকুন।

কেতকী। সে কি, তবে এই সব মাথা মুণ্ড কথা তুললে কেন। ও সব কবে তবে কি হবে শুনি।

গীতা। তাও বুঝি জানেন না প্রভু! আমাদের শাস্ত্রে কত রকম বিবাহের প্রথা আছে, আমি যা বল্লাম সে বিয়ের তো আর মার নেই; এ হতে আর কখনও বিচ্ছিন্ন হওয়া যায় না। তার পর শাস্ত্রসঙ্গত ক্রিয়া কলাপ, মন্ত্র তন্ত্র সবগুলি সুসম্পন্ন করাকে দৈহিক বিবাহ বলে। মানস মিলন যা, সে তো সূক্ষ্মের মিলন, সে তো কোনও বাধার

ধার ধারে না। সেই জন্যই স্থূলের বা দৈহিক বিবাহে শাস্ত্র পুঁথির আবশ্যক; শাস্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান যদি বাকি রাখা যায় তবে বিবাহ অসিদ্ধ হয়, এবং শুভ মিলনের পূর্ব্বে ত্রিলোকের আশীর্ব্বাদ ও অনুমতি নিতে হয়; নইলে কোনও কাজ শুভ হয় না। কিন্তু আর নয়, এই বার উঠুন, নইলে ভয়ানক দেরি হবে, আপনার বড়ই কষ্ট হবে। প্রণাম হই প্রভু; উঠে পড়ুন উঠে পড়ুন।

[প্রস্থান।

কেতকী। বারে এযে দেখছি আমার সঙ্গে একেবারেই প্রভু ভৃত্য পাতিয়ে বসেছে দেখছি। কিন্তু কই, অন্য অন্য বউ গুলোর মত বউ সেজে জড়ো সড়ো হয়ে নিজের অধিকার বজায় কর্ত্তে এলো না তো। এর যেমন সরল ভাষা তেম্নি হুঁসিয়ার চাল চলন, একে নিয়ে বেগ পেতে হবে দেখছি। দেখি কে হারে কে জেতে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কেতকীভূষণের শয়ন কক্ষের সম্মুখ বারাণ্ডা।

কেতকীভূষণের প্রবেশ।

কেতকী। আরে ছি,ছি, এই সব হল বিয়ের মন্ত্র। এমন জানলে কে যেতো এই সব কাজ কর্ত্তে। আরে রাম, রাম, গঙ্গা

জল তামা তুলসী হাতে করে নারায়ণকে সাম্নে করে এই দিব্যি দিব্যন্তর করার নাম বিয়ে। সহজে তো ভাত কাপড় না দিয়ে আর পারবোনা ; ভাগ্যিস এ সব আগে কার বেলা করিনি, তাহলে তো তাদেরও কষ্ট দিতে পাত্তুম না ; এ মেয়েটা ভারি ওস্তাদ দেখছি। বুদ্ধিমতী নামও যা কাজেও তা। কিন্তু ঐ পুরুত ব্যাটার কি আক্কেল তাই ভাবছি ; মন্ত্র তন্ত্র যা বলালি বলা বাপু ; শেষ কিনা স্ত্রীলোককে আলিঙ্গন করে খই পোড়াতে বল্লে ? আরে বল্লে কি, পোড়াতেই তো হল। দূর তোর বিয়ের নিকুচি করেচে। সেই থেকে আমার বুকের মধ্যে ঢেঁকির বাদ্যি হচ্ছে। কিছুতেই মন স্থির হচ্ছে না। রাত হল, যাই শুইগে, শরীরটাও বড় অবসন্ন ঠেকছে। কিছু যেন ভাল লাগছে না। কেন হঠাৎ হচ্ছে তাওতো বুঝতে পাচ্ছিনা। (ঘরে প্রস্থান পটপরিবর্ত্তন) একি। আজ আমার শোবার ঘরকে এমন করে ফুল দিয়ে সাজালে ? বাঃ কি চমৎকার মানিয়েছে ; কি সুন্দর দেখতে হয়েছে। এটা আবার কার ছবি, বিছানার ধারে শোয়ান রয়েছে। বাঃ ছবিটাও যে বেশ ফুল চন্দনে সাজান দেখছি। দেখি, দেখি, মুখখানি তো বেশ, এযে চেনা চেনা দেখছি, এইযে এক খানা চিঠিও রয়েছে দেখি কে লিখেছে। (পাঠ)

শ্রীচরণেষু

প্রভু, আজ আমাদের শুভ বিবাহের ফুলশয্যা এইটীই

বিবাহের শেষ অনুষ্ঠান ; এই দিনটী হতেই নরনারী এক মনে এক আত্মাহয়ে সংসার যাত্রা আরম্ভ করবেন। এইটীই হল সমস্ত জীবন-যাত্রার প্রথম দিন। যাক সে কথা। আমার বক্তব্য এই, বিবাহিত নর-নারীর কোনও কর্ম্মই একা সুসিদ্ধ হবার উপায় নাই, সেই জন্যই শ্রীরামচন্দ্র সুবর্ণের সীতাকে বামে রেখে তবে যজ্ঞানুষ্ঠান করেছিলেন আপনিও ব্রহ্মচারী সাত্ত্বীক পুরুষ অথচ বিবাহরূপ যজ্ঞ অসম্পূর্ণ রাখাও পাপ, সেই জন্য আমার এক খানি ছবি আপনার বিনানুমতিতে আপনার শয্যা পার্শ্বে রাখলাম অধিনীর অপরাধ মার্জ্জনা কর্বেন কাল অতি প্রত্যূষেই আপন্যর শয্যাপত্র ধুয়ে মুছে পরিস্কৃত করে রাখবো শ্রীচরণে শত প্রণাম। নিবেদিকা—বুদ্ধিমতী।

ক্লেশুকী। উঃ মাথাটা বড্ড ধরে উঠলো যে। এত দিন কি তবে শুধু শুধুই স্ত্রীহত্যা করে এসেছি ? কই বিয়ের কোনও অনুষ্ঠানই তো করিনি কোনও দিন, সেই যে বিয়ের পরদিন শ্বশুর বাড়ী হতে বউগুলোকে নিয়ে এসে নিজের অন্তপুরে ছেড়ে দিয়ে ছিলাম, মাঝে মাঝে শাসনের সময় ছাড়া আর কোনও দিন তাদের চোখেও দেখিনি, তার পর তারা একেবারেই চলে গেছে, কই এতো ভজগটর তো ধার ধারিনি। নাঃ আমার যেন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। না কিছুতেই না, না, না, কিছুতেই আত্মমর্য্যাদা হারাবনা। কেন হারাব। কিসের জন্য হারাব শুনি ?

আমার প্রতিজ্ঞা অচল অটল ; দেখি কেমন করে আমায় টলায়, আমি হচ্ছি কেতকী রায়, ওর মোহিনী বিদ্যার সব কিছু চাল চেলে দেখুক তবুও আমায় বিচলিত কর্ত্তে পার্ব্বে না। যাক এই বার তবে নিশ্চিন্ত হয়ে শুই ছবীখানা আর একবার দেখি, না থাক, আচ্ছা, এই সব ফুল গুলো ছবীটায় চাপা দিয়ে দিই তাহালে আর ছবী দেখা যাবে না ঠিক হয়েছে এইবার কেমন জব্দ। না, ওদিকে আর ফিরব না, পাশ ফিরে শুই ; হুঁম্ তাইতো বুকে একটা কিসের চাপ ধচ্ছে যেন। না একটু বেড়াই ; দূর তোর এই ছবীটাকেই বিছানা থেকে দূর করে দিই, ওইটাই যত নষ্টের গোড়া। ও বাবা এত রাতে আবার গান করে কে—বা কি চমৎকার সুর, কে গায় অ্যাঁ বউ নাকি ? হ্যা সেই ই তো বটে। ঐ যে খোলা ছাদে চাঁদের আলোয় বসে সেই তো গান কচ্ছে ? চুল গুলোয় ফুলের মালা দিয়ে কেমন মানিয়েছে, চাঁদের আলোটা আজ কি শাদা দেখাচ্ছে, না গানটা একটু শুনি

(নেপথ্যে গীতার গান)

আজ নিশিথে কুসুম বাতে
ভুলালে গো কোন ভাষে'
তোমার পরশ হতে হৃদয় পাতে
ঝরিল জল কোন আশে।

স্বপ্ন পথে আসা যাওয়া, কিসের আবেশে পরশ পাওয়া,
ভুলিল মন কোন্ সে সুরে
বিফল কোন অভিলাষে।

কেতকী। বা বা, কি সুন্দর; না, ধিক আমায়, শতধিক আমার প্রতিজ্ঞায়, না, আর এ ঘরে থাকতে সাহস হচ্ছে না, না যাই, পালাই বাইরে গিয়ে শুইগে, ওঃ কিসের এ অশান্তি

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

জমিদার বাটি অন্তঃপুর দালান,—পানের বাটা হস্তে গীতা আসীন।

সক্রোধে কেতকীর প্রবেশ।

কেতকী। বউ।—

গীতা। আজ্ঞে, আদেশ করুন প্রভু।

কেতকী। দেখ, তোমার ও সব প্রভু ভৃত্য শুন্তে চাই না, চাই কাজ। তোমায় এখানে নবাবী কর্ত্তে আনা হয় নি, সে কথা যেন মনে থাকে।

গীতা। হুঁ, খুব থাকবে প্রভু, একটুও ভুলব না।

কেতকী। তোমায় যে সব কাজ কর্ত্তে বলেছিলাম সে সব না করে কি হচ্ছিল শুনি?

গীতা। আজ্ঞে, সে কি কথা ! সব কাজই তো করে রেখেছি প্রভু, বাকি তো কিছুই নেই ; আর কিই বা আপনার কাজ, তাতে কতটুকুই বা সময় লাগে যে বাকি থাকবে ? না প্রভু আমার কাজটা একটু বাড়িয়ে দেবেন, গরীবের মেয়ে নইলে বাতে ধরবে যে, এ রাজার হালে থাকা কি আমার ধাতে সয়।

কেতকী। অ্যাঁ বল কি ? কাজ কম—বাড়িয়ে দেবো, মিথ্যা কথা, নিশ্চয়ই সব কাজ করোনি তুমি ?

গীতা। আজ্ঞে, দেখুন গিয়ে করেছি কি না, ঐ দেখুন কাট চেলিয়ে, ধান সিদ্ধ করে, বাসন মেজে, জল তুলে, ঘর নিকিয়ে খার কেচে, ঘুঁটে দিয়ে, সব ঠিক করে রেখেছি ; যা, যা, সব বলেছিলেন সব করেছি তো প্রভু।

কেতকী। তবে আর কি ? মাথা কিনেছ, যেটা না বলবো সেটা তো আর হবে না ; কুড়ের বাদশা কোথাকার ? দুঘা বেত আচ্ছা করে দিলে তবে সায়েস্তা হবে দেখছি। মেয়ে মানুষ, গামছার জাত কি না ?

গীতা। না প্রভু, আপনার বলার অপেক্ষায় বসে সময় নষ্ট করিনি, দেখুন কেমন বাগান করেছি ; ফল ফুলে শাক শব্জিতে ভোরে উঠেছে, ঐ দেখুন কতগুলি গরু পুষে যেন কাউশেড করে রেখেছি, শুধু তাই নয় গরু দুহেছি বাগান কুপিয়েছি, লাঙ্গল চসেছি, কোদাল পেড়েছি, ঘানিতে ঘুরে ঘুরে তেল করেছি, আখ মেড়ে গুড় করেছি,

ধান ভেনে চাল করেছি, তুলো ধুনে বিছানা করেছি, পাট কেটে দড়ি পাকিয়েছি, তাঁত বুনে কাপড় করেছি, খোয়া ভেঙ্গেছি, র‍্যাঁদা ঠেলেছি, সব করেছি প্রভু, খালি খাল কাটতে বাকি আছে প্রভু, সেটা বল্লেই কাটবো প্রভু।

কেতকী। আর আমার যে জুতোগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার কি করেছ শুনি।

গীতা। আজ্ঞে সব ঝেড়ে ঝুড়ে রং দিয়ে সেলাই করে, হাফসুল মেরে, লাসে চড়িয়ে ঠিক করেই রেখেছি, খালি চণ্ডীর পুঁথি হাতে দাঁড়িয়ে আছি, প্রভু আদেশ কল্লেই পড়বো।

কেতকী। ব্যাস্ ব্যাস্ আর শুন্তে চাই না ; বেশ করেছ, চতুর্ভুজ করেছ, রাজা করেছ! বলি আমি যে এতক্ষণ এসেছি কি কর্ত্তে হবে তার হুঁস আছে কি ? বিতিয়ে লাল কল্লে তবে হুঁস হবে, না ; বদমায়েস কাঁহেকা।

গীতা। সেকি, সেকি কথা ? হুঁস নেই কি প্রভু ? ঐ দেখুন টেবিলের উপর জলযোগের আয়োজন প্রস্তুত, পার্শ্বেই আহারীয় প্রস্তুত, আসন পাতাই আছে, ঐ দেখুন গুড় গুড়ী হতে অম্বুরীর ধোঁয়া উঠছে, পার্শ্বেই শয্যা প্রস্তুত হাতে আমার জল, পাখা, পান, গামছা সব নিয়েই সাম্নে হাজির প্রভু, শুধু শুধু রাগ না করে আহারে বসুন, বসুন, আহা বড় বেলা হয়ে গেছে, অপরাধ মার্জ্জনা করে নিন, বসুন।

কেতকী। হুঁ সব ঠিক করেছ না মাথা করেছো, মনে কচ্ছিলাম

দুটো মিঠে পান খাবো আজ তাকি হবার যো আছে,
যত সব পাজি জুটেছে ধরে জল বিছুটী দিতে হয়।

গীতা। আজ্ঞে মিঠে পানইতো এনেছি খেয়ে দেখুন আগে, মুখে তুলে দেবো কি? আচ্ছা বড় করে হাঁ করুন নইলে, ছোঁয়া যাবে।

কেতকী। আচ্ছা, আচ্ছা, ঢের হয়েছে, সরে যাও আমার সাম্নে হতে, হাড় জ্বালানে কোথাকার? ছমাস হতে চল্লো মরবার নামটী নেই, দাঁড়াও তোমার অন্য ব্যবস্থা কচ্ছি।

[বেগে প্রস্থান।

গীতা। হি, হি, হি, ভাগ্যিস আশ্রম হতে মায়েরা দড়ীর সিঁড়ী টিড়ী সব দিয়েছিলেন তাই রক্ষা, নইলে কি উপায়ই না হোত। বাব্বাঃ কুড়িজন সার জোয়ান মদ্দ যে কাজ কর্ত্তে হিম সিম খেয়ে যায়, তাই কিনা একটা ভদ্রঘরের বালিকার উপর চাপিয়ে দিয়ে মেরে ফেলে, ভাগ্যিস তপস্বিনী মা লুকিয়ে লুকিয়ে সিঁড়ি লাগিয়ে লোক জন দিয়ে সব কাজকর্ম্ম করিয়ে জান তাই এখনও বেঁচে আছি, নইলে আমিও এতদিন অক্কা পেতুম। ওঃ কি নির্ম্মম পুরুষ, যাই কাজে যাই।

[প্রস্থান।

কেতকীভুষণের পুনঃ প্রবেশ।

কেতকী। না একে তো কাজ কর্ম্মে জব্দ কর্ত্তে পাচ্ছি না; সব

কাজ বলবার আগেই করে রাখে, বড় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখছি। একটা উপায় কর্ত্তে না পাল্লে আর তো মান থাকে না। কিম্বা কি করা যায়। হুঁ হুঁ ঠিক হয়েছে, এইবার দেখি কি করে। এইবার থেকে শরীরের কষ্ট দিতে হবে, দেখি কি করে। নইলে দিব্যি বেড়ে উঠছেন। যাই দেখি কি কচ্ছেন এতক্ষণ।

[প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর দালান—কেতকী ও গীতা।

কেতকী। বউ—

গীতা। আজ্ঞে।

কেতকী। দেখ তুমি বড় অপদার্থ।

গীতা। সেকথা বড় মিথ্যা নয়, প্রভু।

কেতকী। তুমি নেহাত অসভ্য পাড়া গেঁয়ে ভূত, তোমাকে নিয়ে আমার কোনও সাধ মিটলো না, খালি তুমি ভুতুড়ে খাটুনি খাটতে শিখেছ। যত সব নোংরা উঞ্ছ কাজ কর্ত্তে পারো, জন মজুরে ঝি চাকরে যে সব কাজ কর্ত্তে পারে সে কাজ করে আর বাহাদুরি কি! আহা, আমার বন্ধুর বউ কি সুন্দর সব শিল্প করেছে; দেখলে চোক ধাঁদিয়ে

যায়, বন্ধুবর জামা-টামাতো কেনেনই না, সব বউ করে দেয়। সে সব দেখে আমার মনে হল তোমার ঘাড় ধরে নিয়ে গিয়ে সব দেখিয়ে আনি।

গীতা। প্রভু এ আর বেশী কথা কি? দেখুন পাশের ঘরে গিয়ে সব কিছুই আপনার জন্য করে রেখেছি। সব নিজের হাতের তৈরী, খালি গিয়ে দেখে আসুন।

কেতকী। ছাই করেছ, কি জান যে কর্বে।

গীতা। আজ্ঞে আপনার জন্য ডজনখানেক পঞ্জাবী, সার্ট, ফতূয়া, কোট, প্যাণ্ট, মোজা, টুপি, টাই মাফলার, গলাবন্দ, রুমাল, মসারি, বালিস, তোষক, কাপড়, চাদর, ঝাড়ন সব করেছি। তার উপর আপনার ছবি এঁকেছি, কত বন উপবন পাহাড় পর্ব্বত সব এঁকেছি; কত রেশম .পশম, চট, কারপেট সতরঞ্চি গালছে বুনেছি, কত কাঁটা ছুঁচ ক্রুশ বুনেছি কত ফুল তোলা, জাল বোনা, শাল বোনা করেছি, কত এবোশিন পিচবোট, গেঁড়ী, শামুক, ঝিনুক, কত ছেঁড়া ন্যাকড়া, ভাঙ্গা টিন, র‍্যাঁদার গুড়ো, মাছের আঁশ, পাঁঠার ঠ্যাং, বাঁদরের চোক ভাল্লুকের লোম, যা কিছু বলবেন সব করে রেখেছি। কত পাথর কেটে মূর্ত্তি ও মাটী দিয়ে পুতুল করেছি, বাটালির কাজ ধামা, চ্যাঙ্গারি, কুলো ডালা মাদুর ঠিক সব বুনে রেখেছি, মায় দড়ি কলসীটাও বাদ দিইনি, শুধু কষ্ট করে একবার গিয়ে দেখে আসুন।

কেতকী। আঃ মাথা ধরিয়ে দিলে, থাম থাম। (স্বগত) নাঃ

একে নিয়ে দেখছি কিছুতেই সুবিধা হচ্ছে না, আজ অব্দি এক ঘা বেত ওর পিঠে ছোঁয়াতে পাল্লাম না, কি উপায় করি এখন ?

গীতা। প্রভু কি ভাবছেন ?

কেতকী। ভাবছি তুমি কি শয়তানি। তোমায় জব্দ করা আগে দরকার। দেখ, ভাল করে আমার কথাগুলো শুনে রাখ, তারপর যে বলবে শুনিনি সে হবে না।

গীতা। আদেশ করুন, প্রভু।

কেতকী। কাল থেকে খবদ্দার বলছি ভাত খাবে না, কিছুই খাবে না, যদি খাও শুনি, তবে তোমার জীব টেনে বার করবো মনে থাকে যেন। আর ঠিক বেলা বার টার সময় এই জ্যৈষ্ঠী মাসের রোদে খালি মাথায় দুঘণ্টা ছাদে দাঁড়িয়ে থাকবে, শুন্তে পাচ্ছ ; যদি না থাকো তবে ছাল ছাড়িয়ে নেবো মনে থাকে যেন। রোস এইবার তোমার সব চালাকি বার কচ্ছি।

গীতা। প্রভু, প্রভু, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। কি অসীম দয়া আপনার আমার প্রতি। আর এরি মধ্যে কত ভালবাসেন আমায়। নইলে আমার অন্তরের যা বাসনা তা টের পেলেন কি করে। কেন যে লোকে আপনার বদনাম দেয় তা আজও ভেবে পেলাম না—।

কেতকী। কি আবার টিট্‌কারি দেওয়া হচ্চে, দাঁড়াও।

গীতা। হা অদৃষ্ট ! টিট্‌কারি দিলাম, না সত্য বলছি। ভয়ে

আমি আপনাকে বলতে পাচ্ছিলাম না ; কাল হতে তিন চার মাস আমার ব্রত আরম্ভ হবে। জানেনতো আমি আশ্রমে পালিতা, ব্রত করাই আমার ধর্ম্ম ; ঈশ্বর মঙ্গলময় আমার প্রতি মুখ তুলেই চেয়েছেন।

কেতকী। ওসব হেঁয়ালী ছেড়ে স্পষ্ট করে বল কি তুমি বলতে চাইছ।

গীতা। বলছিলাম যে কাল থেকে চারমাস আমার ব্রত আরম্ভ, আমি অন্ন ত্যাগ করে বায়ু আহার কর্ব্বো, আর প্রভাত হতে বৈকাল পর্য্যন্ত খোলা ছাদে রোদে বসে চার ধারে আগুন জেলে জপ কর্ব্বো, তা আপনি আমার মন বুঝেই ব্যবস্থা করেছেন।

কেতকী। হুঁ, সত্যি নাকি ?

গীতা। হাঁ প্রভু, সত্যি বলেই আনন্দে আপনার পদধুলি নিতে ইচ্ছে কচ্ছে, কিন্তু ছোঁবার তো যো নেই ?

কেতকী। কেন কেন ছোঁবার যো নেই ?

গীতা। নারায়ন ছোঁয়ায় যে পাপ, আর আপনার মত ব্রহ্ম-চারিকে ছোঁয়াও সেই পাপ।

কেতকী। বটে বটে এত ভক্তি (স্বগতঃ এ বলে কি, চার মাস ভাত খাবে না, রোদে আগুন জেলে জপ কর্ব্বে নাঃ এ দেখছি ভোগাবে, সহজে এর কিছু হবে না) প্রকাশ্যে শুধু উপোষ কল্লে আর রোদভোগ কল্লেই ছাড়ান নেই, হিম আছে, বৃষ্টি আছে —তখন বুঝবে।

গীতা। ও সবই আমার ব্রতের অঙ্গ প্রভু। শুধু এই সব কল্লেই হবে না তো। আমার চার দিকে আগুন জ্বেলে হেঁট মুণ্ডে উর্দ্ধপদে থাকতে হবে। আকণ্ঠ জলে ডুবে থাকতে হবে, কাঁটায় শুয়ে থাকতে হবে। মাটীতে পুঁতে থাকতে হবে। হিম, শীত, বর্ষা, রোদ সব আমাদের সওয়া আছে।

কেতকী। ও, ও, বুঝেছি, বুঝেছি, তুমি আশ্রমেব ফের্তা; সেখান থেকে পড়ে শুনে গড়ে পিটে পাশ করে এসেছ, তাই তোমার এতো ভিরকুটী। (স্বগতঃ রসো রসো সব উল্টে দিচ্ছি) প্রকাশ্যে দেখ বউ শোন।

গীতা। কি আদেশ প্রভু—

কেতকী। দেখ ওসব ব্রত-ট্রত করা হবে না, তা বলে রাখছি, আজ থেকে যেমন ভাত-টাত খেতে সব খাবে বুঝলে। খেতে হবে নইলে অনর্থ করবো মনে থাকে যেন—

গীতা। হা অদৃষ্ট! পেয়েও হারালাম; কেন? কেন? প্রভু নিদয় হচ্ছেন আমার প্রতি —।

কেতকী। ইচ্ছে, আমার ইচ্ছে, ও সব কোনও কথাই শুন্তে চাই না।

[প্রস্থান।

গীতা। হা, হা, হা, আর যে পারিনা গো; ওঃ কি কষ্টে যে এতক্ষণ হাসি চেপে রেখেছিলাম তা বলতে পারি না।

বাব্বাঃ পেটে ব্যথা ধরে উঠলো, পালাই, হয়তো এখুনি আবার বউ বলে এসে হাজির হবেন।

[মুখে কাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

অন্তপুরের একাংশ।

নিভৃত কক্ষ গীতা ও তপস্বিনী।

তপ। শুদ্ধমতী, মা তোমায় দেখতে পাঠালেন তুমি কেমন আছ কোনও কষ্ট নেই তো ?

গীতা। না দেবী, আমি ভালই আছি। যেখানে মায়ের আশী-র্ব্বাদ মাথায় কর্ত্তে পেরেছি সেখানে কষ্ট কোথায় দেবী ?

তপ। তোমার পিতা মাতাকে নিত্য তোমার সংবাদ দিয়া আসি—যে ভয় নাই তুমি ভালই আছ।

গীতা। দেবী তাঁরা কুশলে আছেন তো ?

তপ। হাঁ, তাঁরা অতি সুখেই আছেন, তাদের আর কোনও কষ্টই নেই জানবে। কিন্তু তোমার আর দেরি কত ? এখনও আরও কত দিন লাগবে বলে মনে করো।

গীতা। অনেকটা নরম হয়েছেন আর বোধ হয় বেশি দেরী হবেনা, দেবী।

তপ। বেশ, বেশ, অতি আনন্দের কথা, এখন শিগ্রি শিগ্রি

তোমাদের এক কর্ত্তে পাল্লে সকলে নিশ্চিন্ত হতে পারেন, ও কি লজ্জা কচ্ছো যে, বিশ্বের যা নিয়ম তাই তো হবে মা। হাঁ ভাল কথা মণীভদ্রার কথা শুনেছ মা ?

গীতা। না দেবী শুনিনি তো ! কি হয়েছে তার ?

তপ। সেদিন মণী তোমার বিয়ে দেখতে আসছিল। পথি মধ্যে তুমি মনে করে বড় তরফের জমিদার মণীকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেই রাতেই বিয়ে করে ফেলে, আমরা তোমায় নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম পরে এই সংবাদ পাই।

গীতা। অ্যাঁ দেবী বলেন কি মণী যে ভাল মানুষ সে কি কচ্ছে সেখানে—সেই দুশ্চরিত্রটার সঙ্গ মণী সইছে কি করে তাই ভাবছি—

তপ। মা, মণী নিজের মহান্ ত্যাগের গুণে সেই চরিত্রহীনকেও ইতি মধ্যেই ধার্ম্মিক মহৎ করে তুলেছে প্রায়।

গীতা। বলেন কি দেবী ? মণীর এতো শক্তি লুকান ছিল।

তপ। মা, মা, তোমরা যে সব মূর্ত্তিমতী শক্তিরই অংশভূতা মা। শক্তির জন্য ভাবনা কি যাক মা আজ তবে আসি তুমি শিগ্রি শিগ্রি কাজ গুছিয়ে নাও মা—

গীতা। দাঁড়ান প্রণাম করি।

[উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

রান্নাঘর—গীতার প্রবেশ

গীতা। যাই, শিগ্রি শিগ্রি রান্নাটা সেরে নিই, এখনি হয় তো কি খেয়ালে এসে উপস্থিত হবেন। ঐ যে, প্রভু বলতে না বলতেই উপস্থিত হচ্ছেন দেখছি, ও-বাব্বা হাতে আবার মস্ত একটা মাছ রয়েছে যে, মজালে দেখছি, এখুনি কি খেয়ালের ঢেউ উঠবে তার ঠিক নেই।

কেতকীর মাছ হস্তে প্রবেশ।

কেতকী। বউ—

গীতা। আজ্ঞে—

কেতকী। এই রইল যদি মাছটা কুটবে তবে মজাটা দেখাব বলে রাখছি। কিন্তু মাছ যদি না রান্না করো, তবে আজ তোমার হাড় এক দিকে মাস এক দিকে করবো। মনে থাকে যেন। আমি চল্লাম এখন—এসে যদি দেখি মাছ পড়ে আছে তখন ভাল করেই মজা দেখাব। তেতে পুড়ে এসে যদি দেখি মাছ নেই, তবে সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও দু-টুকরো কর্ব্বো মনে থাকে যেন, আজকেই তোমার শেষ দিন। আজ একটা এস্পার ওস্পার না করেই ছাড়বো না, সাবধান।

গীতা। বেশ তাই হবে প্রভু—

কেতকী। হঁা এইবার বুদ্ধিমতীর বুদ্ধির দৌড় কত তা বুঝব।

[প্রস্থান।

গীতা। তাইতো বড় জ্বালালে তো দেখছি! মাছটা কাটতেও পাব না অথচ মাছ রান্নাও চাই, আব্দার দেখ, মহা মুস্কিল হল তো। কি করি এখন; হুঁ, ঠিক হয়েছে এখন দেখি কি হয় (প্রস্থান ও জাল হাতে পুনঃ প্রবেশ) দেখি পুকুরটায় যদি একটা মাছ ধর্ত্তে-টর্ত্তে পারি। (প্রস্থান ও মাছ হস্তে পুনঃ প্রবেশ) যাক বাঁচা গেল যে একটা মাছ পাওয়া গেল। এইবার দেখাব বুদ্ধিমতীর বুদ্ধি আছে কি না।

[প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন—অন্তঃপুরদালান।

কেতকী ও গীতা।

কেতকী। বউ—

গীতা। আজ্ঞে—

কেতকী। মাছ কেটেছ যে।

গীতা। না প্রভু মাছ তো কাটিনি ঐ যে পড়েই আছে।

কেতকী। কি, কি এখনও মাছ পড়ে আছে, এই তৃতীয় প্রহর বেলা হতে চল্ল এখনও মাছ রান্না হল না তবে খাবো কখন রে? দাঁড়া তোর সকল বজ্জাতির আজ শেষ কচ্ছি।

গীতা। সে কি প্রভু রান্না হয়নি কি? সব রান্না তৈয়ারী আছে, চলুন চলুন খাবেন চলুন; বৃথা বেলা করে রাগ বাড়িয়ে শরীর নষ্ট করে লাভ কি! চলুন চলুন।

কেতকী। কি ! মাছ রেঁধেছ তাহোলে ? আমার কথাটা গ্রাহ্য হয়নি ! এতো বড় স্পর্দ্ধা দাঁড়াও তবে।

গীতা। তা নয় দাঁড়াচ্ছি, কিন্তু মাছ আপনার পড়েই আছে, চেয়ে দেখুন, কাটিনি আমি।

কেতকী। হুঁ কাটোনি তো দেখছি, 'কিন্তু মাছ নইলে খাবকি শুনি ! মাছটা কি দেখতে এনেছি' ?

গীতা। আচ্ছা সে বিচাব না হয় পরেই কর্ব্বেন, এখন খাবেন আসুন ক্ষিদেব সময় রাগ বেড়ে যায়।

কেতকী। আচ্ছা চল দেখি কি মাথা মুণ্ড রেঁধেছ—

[উভযের প্রস্থান।

শেষ দৃশ্য

ভোজন কক্ষ।

আসন পাতা বিবিধ ভোজ্যবস্তু সুসজ্জিত।

কেতকী ও গীতার প্রবেশ।

গীতা। বসুন প্রভু আর দেরী কর্ব্বেন না, বড় বেলা হল, (কেতকীর আসনে উপবেশন ও আহার) হুঁ রান্না হয়েছে না ছাই হয়েছে, আমি যে কি খেতুম তা না জেনেই অম্নি যা তা সব রেঁধে রেখেছ, একটা যদি ইচ্ছে মতন কিছু খাবার যো আছে।

গীতা। না, না, প্রভু, ভাববেন না, আপনার যা চাই আমি সব দেবো যা বলবেন যা খাবার ইচ্ছে সব রেঁধেছি শুধু খেয়ে দেখুন।

কেতকী। বটে, এতদূর আচ্ছা দেখছি কি রেঁধেছ, আমি মুড়ী-ঘণ্ট খেতুম কই তা ?

গীতা। এই যে পাশের বাটীতে রয়েছে ?

কেতকী। ঠিক, আমি কালিয়া খাবো ?

গীতা। এই যে এবাটীতে কালিয়া রয়েছে, এই নিননা এই কালিয়া, পোলোয়া, কোপ্তা কোর্ম্মা দম্‌পক্ত, কাবাব, শিককাবাব, হাঁড়ি কাবাব, কাটলেট, চপ, দোলমা, ডেভিল রোষ্ট সবই আছে ; খান না, কত খাবেন—

কেতকী। হুঁ যত সব গুরু পাক রান্না খেলে অসুখ করবে আমি ঝোল খাবো ?

গীতা। এই যে নিননা ঝোল তার আর বেশি কথা কি ? এই ঝোল, ঝাল, সুপ-সুরুয়া, অম্বল, ভাজা, ভাতে সেদ্ধ, পোড়া, আদপোড়া, ঝলসান সবই আছে। পচা, কাঁচা সবই রেখেছি বাদ দিইনি কিছুই।

কেতকী। বটে যা চাইবু তাই দেবে আমি ওসব কিছুই খাব না, আমি নিরামিশ খাবো।

গীত। এই কথা, বেশ তাও দিচ্ছি। এই নিন খান শুক্ত ঘণ্ট, দানলা, চচ্চড়ী, ছেঁচকী. ভাজা, ভাতে কচু, ঘেঁচু, থোড়, মোচা, বড়া, বড়ী যা চাইবেন সব আছে ; এক

কথায় বলি বিপ্রদাসের বই খানিই বেঁধে রেখেছি, খান না, কত খাবেন।

কেতকী। বটে, এতদূর আমি যদি ছাই খেতুম, মাটী খেতুম।

গীতা। প্রভু, দাসির অপরাধ মার্জ্জনা করুন, তাও রাখতে ভুলিনি, তাও রেখেচি প্রভু চেয়ে দেখুন এদিকে, ও কি মুখ ফেরাচ্ছেন কেন ? চেয়ে দেখুন ভাল করে ; কি চুপ করে আছেন যে ? কিন্তু চেয়েছেন যখন প্রভু তখন খেতে হবে, নইলে আমি কিন্তু ছাড়চিনা ; হয় খেতে হবে নয় তো আমার কাছে হার মানতে হবে, তা কিন্তু বলে রাখছি ; কি ! কথা কন না যে। আর সময় নেই প্রভু, এবার আমার পালা, আমিও ছাড়ছি না সহজে। দেখুন আর সময় নেই। আজ নর-নারীর জয় পরাজয়ের শেষ সীমায় এসে পড়েছি, হয় হার মানুন, আমি নারীর জয় পতাকা উত্তোলন করি—নয় ঐ দ্রব্য আহার করে জয়ী হয়ে যান, আমিও হার স্বীকার করে দেহ-ত্যাগ করি ; কেমন দেখুন, ভাল করে ভেবে দেখুন, সময় বড়ই সঙ্গীন অবস্থায় এসে পড়েছে।

কেতকী। (বামহাতে গীতার দক্ষিণ হাতটী চেপে ধরে সাগ্রহে) বুদ্ধিমতী, বুদ্ধিমতী, সত্যই তুমি এতো বুদ্ধি ধর এতই বুদ্ধিমতী তুমি তা জানতাম না, তোমার সহ্য, তোমার ধৈর্য্য, তোমার কার্য্যতৎপরতার যে সীমা নেই। আমি সত্যই আজ তোমার কাছে পরাজিত। আমি

মুগ্ধ, আমি পিপাসিত। দেবী, দেবী, তুমি আমায় ক্ষমা কর, আমায় মার্জ্জনা কর, বল, বল, মাথা নিচু করো না, ওগো আমি বড় অভাগা ; আমায় তোমার স্নিগ্ধ প্রেমের ছায়ায় শীতল করো, বল কথা কও মুখ তোল—

গীতা। প্রভু, নারী সর্ব্ব অবস্থাতেই নারীই থাকে, পুরুষ রমণীর মাথার মণি, আমার প্রণাম নাও প্রভু।

ঋত্তিকার প্রবেশ।

ঋত্তিকা। গীতা, গীতা, কল্লি কি এর মধ্যেই ক্ষমা কল্লি, এখনও যে ঢের বাকি আছে রে।

কেতকী। প্রণাম হই দেবী, আর আমায় লজ্জা দিবেন না, আমি আমার সকল অপরাধ সকল মূর্খমী বুঝতে পেরেছি, আপনারা দেবী, আপনাদের কৃপায় আমার সকল ভুল ভেঙ্গে গেছে, আমায় এবার মার্জ্জনা করুন। এই নারীঘাতক নর-রাক্ষস আজ আপনাদের পুণ্যস্পর্শে ধন্য হোক, মানুষ হোক, দেবী শুনুন, আমি আজ হেরে গিয়ে জয়ী হয়েছি। জগৎবাসী শুনুক পুণ্যবতী সাধ্বী শক্তিময়ী নারীর কাছে পুরুষ কিছুই নয়।

গীতা। আসুন প্রভু, জিনি এই নর-নারীর মিলনের মূলাধার সেই মায়ের চরণে আজ তুজনে প্রণাম করে আসি।

কেতকী। চল যেথা নিয়ে যাবে চল—

ঋত্তিকা। দাঁড়াও আগে একটা গান গেয়ে নিই—এমন সময় গান না গাইলে কি চলে।

আশ্রমবালিকাগণের প্রবেশ।

(গীত)

তোমায় পাবার আগে জানিয়ে দিও
কোনটী আমার পাপ,
যাতে আমার ঘোচে মনের সকল অনুতাপ।
ওগো পুণ্য পাপের বিচারগুলি,
এবার হৃদয় হতে নিও তুলি,
আমার পরশ লাগায় যেন
না হয় অপলাপ—

যবনিকা পতন